

كِتَابُ الرِّقَاقِ

(মর্যস্পর্শী হাদীস সম্পর্কিত বর্ণনা)

১. অনুচ্ছেদ : নবী স.-এর বাণী : “আখেরাতের জীবন ছাড়া অন্য জীবন প্রকৃত জীবন নয়।”

৫৯৬৪. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ نِعْمَتَانِ مَغْبُوءٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ -

৫৯৬৪. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন : দু’টি নেয়ামতের ব্যাপারে বহু লোক ধোঁকায় নিমজ্জিত : সুস্বাস্থ্য ও অবসর।

৫৯৬৫. عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ فَاصْلِحِ الْإِنصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ -

৫৯৬৫. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, “হে আল্লাহ! আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। অতএব আপনি আনসার ও মুহাজিরদের সংশোধন করে দিন।

৫৯৬৬. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَنْدَقِ وَهُوَ يَحْفِرُ وَنَحْنُ تَنْقُلُ التُّرَابَ وَبَصُرَيْنَا ، فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ ، فَاعْفِرِ الْإِنصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ -

৫৯৬৬. সাহল ইবনে সা’দ আস-সায়েদী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে খন্দক খননে রত ছিলাম। তিনি (পরিবার) মাটি খুঁড়ছিলেন এবং আমরা তা বহন করছিলাম। তিনি আমাদেরকে দেখছিলেন। তিনি বললেন : হে আল্লাহ! আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। সুতরাং আপনি আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করুন।

২-অনুচ্ছেদ : আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন। আল্লাহ তাআলার বাণী :

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ إِلَى قَوْلِهِ مَتَاعُ الْغُرُورِ

“জেনে রাখো, দুনিয়ার জীবন তো খেল-তামাশা বৈ কিছুই নয় ----- ধোঁকার বস্তু।”-সূরা আল হাদীদ : ২০

৫৯৬৭. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَغْدَوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا -

১. আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন অথবা আখেরাতের আরাম-আয়েশই প্রকৃত আরাম-আয়েশ -(সম্পাদক)।

৫৯৬৭. সাহল ইবনে সা'দ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি : জান্নাতের এক চাবুক পরিমাণ জায়গা দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছু থেকে উত্তম। আল্লাহর পথে একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যা (ব্যয় করা) দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছু থেকে উত্তম।

৩-অনুচ্ছেদ : রসূলুল্লাহ স.-এর বাণী : “মুসাফির কিংবা পথিক হিসেবে দুনিয়াতে জীবন-যাপন করো।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَنْكِبِي فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْظُرُ الصَّبَاحَ ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْظُرُ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ-

৫৯৬৮. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. আমার কাঁধ ধরে বলেন : পৃথিবীতে আগন্তুক অথবা পথিকের ন্যায় জীবন-যাপন করো। ইবনে ওমর রা. প্রায়ই বলতেন, তুমি সন্ধ্যা পর্যন্ত (বেঁচে) থাকলে সকাল পর্যন্ত (বেঁচে) থাকার আশা করো না, আর সকাল পর্যন্ত (বেঁচে) থাকলে সন্ধ্যা পর্যন্ত (বেঁচে) থাকার আশা করো না এবং সুস্থতা থেকে রোগাক্রান্ত অবস্থার জন্য ও জীবন থেকে মৃত্যুর জন্য কিছু সংগ্রহ করো।

৪-অনুচ্ছেদ : আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অতি আশা করা। আল্লাহ তাআলার বাণী :

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ.

“যাকে আগুন থেকে রেহাই দেয়া হবে ও জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে অবশ্যই সফলকাম এবং দুনিয়ার জীবন তো ধোঁকার বস্তু।”-সূরা আলে ইমরান : ১৮৫

ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِيهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.

“তাদেরকে ছেড়ে দাও, তারা খেয়ে নিক এবং ভোগ করে নিক এবং তাদেরকে ভুলিয়ে রাখুক আকাঙ্ক্ষা, তারা শীঘ্রই জানতে পারবে।”-সূরা হিজর : ৩

আলী রা. বলেন, দুনিয়া পেছনের দিকে চলছে এবং সামনের দিক থেকে আসছে, আর এ দুটি জায়গাই মানুষ একান্তভাবে কামনা করে, তবে তোমরা আখেরাতের কামনাকারীই হয়ে যাও, দুনিয়ার কামনাকারী হয়ো না। আজকের দিনে (দুনিয়ায়) কাজ আছে, হিসেব (গ্রহণ) নাই। আর কাল হিসেব (গ্রহণ) থাকবে কিন্তু কাজ থাকবে না।

৫৯৬৯. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَطَا مُرَبَّعًا وَخَطَا فِي الْوَسْطِ خَارِجًا مِنْهُ، وَخَطَا خُطُطًا صِغَارًا إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الْوَسْطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي فِي الْوَسْطِ، فَقَالَ هَذَا الْإِنْسَانُ، وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ أَوْ قَدْ أَحَاطَ بِهِ، وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ، وَهَذِهِ الْخُطُطُ الصِّغَارُ الْإِعْرَاضُ فَإِنْ أَخْطَاهُ هَذَا، نَهَشَهُ هَذَا، وَإِنْ أَخْطَاهُ هَذَا، نَهَشَهُ هَذَا-

৫৯৬৯. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. একটি বর্গক্ষেত্র আঁকলেন আর এর মাঝখান থেকে একটি রেখা (উপরের দিকে) বাড়িয়ে দিলেন, অতপর দু'পাশ দিয়ে মাঝের রেখার সাথে কয়েকটি ছোট ছোট রেখা মিলালেন এবং বললেন, এ হলো মানুষ এবং এ রেখা তার

১. যতক্ষণ তুমি জীবিত ও সুস্থ আছ অর্থাৎ মৃত্যু ও অসুস্থ হওয়ার পূর্বেই কিছু ভাল কাজ করে নাও।

বয়সের সীমা যা তাকে ঘিরে আছে। এ বাইরের রেখাটি তার আকাঙ্ক্ষা এবং এ ছোট রেখাগুলো তার বিপদ-মুসীবত। যদি সে একটি বিপদ উৎরে যায়, তবে পরবর্তী বিপদে সে পতিত হয়।

৫৭৭০. عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَطَّ النَّبِيُّ ﷺ خُطُوطًا ، فَقَالَ هَذَا الْأَمَلُ وَهَذَا أَجَلُهُ ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَهُ الْخَطُّ الْأَقْرَبُ۔

৫৯৭০. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. কয়েকটি রেখা আঁকলেন তারপর বললেন, এটা (মানুষের) আকাঙ্ক্ষা এবং এটা তার জীবনের নির্দিষ্ট মেয়াদ। সে এ অবস্থায় থাকতে থাকতে নিকটতম রেখাটি (অর্থাৎ মৃত্যু) আচানক তার কাছে উপস্থিত হয়।

৫-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি ষাট বছর বয়সে পৌছলো, তাকে আল্লাহ তাআলা ওয়র পেশ করার সীমা অতিক্রম করিয়ে দিলেন (দীর্ঘ বয়স দিয়ে)। আল্লাহর তাআলার বাণী :

أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَ كُمْ النَّذِيرُ

“আমি কি তোমাদেরকে (প্রচুর) বয়স দেইনি যে, এর মধ্যে কেউ শিক্ষা নিতে চাইলে সে ঠিকই উপদেশ গ্রহণ করতে পারতো, তোমাদের কাছে তো ভয় প্রদর্শনকারীও এসেছিলো।”

—সূরা ফাতের : ৩৯

৫৭৭১. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَعَذَّرَ اللَّهُ إِلَىٰ أَمْرِي آخَرَ أَجَلَهُ حَتَّىٰ بَلَغَهُ سِتَيْنِ سَنَةً۔

৫৯৭১. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন, আল্লাহ তাআলা এমন ব্যক্তির ওয়র কবুল করবেন না, যার বয়স বাড়িয়ে দিয়েছেন, এমনকি ষাট বছরে পৌছিয়ে দিয়েছেন।^২

৫৭৭২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًا فِي اثْنَتَيْنِ فِي حُبِّ الدُّنْيَا وَطَوْلِ الْأَمَلِ۔

৫৯৭২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি : বৃদ্ধলোকের অন্তরও দু’টি বিষয়ে যৌবনদীপ্ত থাকে : দুনিয়ার মহব্বত এবং অক্ষুরন্ত কামনা-বাসনা।

৫৭৭৩. عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْبُرُ ابْنُ آدَمَ وَيَكْبُرُ مَعَهُ اثْنَتَانِ حُبُّ الْمَالِ ، وَطَوْلُ الْعُمُرِ۔

৫৯৭৩. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন : আদম সম্ভানের বয়স বাড়ার সাথে সাথে দু’টি জিনিস বাড়ে : সম্পদের মোহ এবং দীর্ঘ জীবনের আকাঙ্ক্ষা।

৬-অনুচ্ছেদ : এমন কাজ যা দ্বারা আল্লাহর সন্তোষ চাওয়া হয়।

৫৭৭৪. عَنْ الْمَحْمُودُ قَالَ سَمِعْتُ عِثْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيَّ ثُمَّ أَحَدَ بَنِي سَالِمٍ قَالَ

২. অর্থাৎ যে ষাট বছর বয়স পেয়েছে, তার একথার অবকাশ নেই যে, “আল্লাহ যদি আমাকে আরও বেশী বয়স দিতেন, তাহলে আমি দীনের অনেক কাজ করতাম।”

غَدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَنْ يُوَافِيَ عَبْدُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَتَنَفَّى بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ-

৫৯৭৪. মাহমুদ রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইতবান ইবনে মালেক আনসারীকে এরপর বনী সালেম গোত্রের এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. ভোরবেলা আমার কাছে এলেন, তারপর বললেন, আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে, অবশ্য অবশ্যই তার ওপর জাহান্নামের আগুন আল্লাহ তাআলা হারাম করে দিবেন।

৫৯৭৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبِضْتُ صَفِيَّهُ مِنَ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلَّا الْجَنَّةَ -

৫৯৭৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আমার কোনো মুমিন বান্দার প্রিয়তম কোনো কিছু দুনিয়া থেকে তুলে নেই আর সে তাতে সবর করে আমার কাছে তার জন্য জ্বনাতে ছাড়া আর কোনো পুরস্কার নেই।

৭-অনুচ্ছেদ : দুনিয়ার সৌন্দর্য ও তার প্রতি আকর্ষণ সম্পর্কে সতর্কতা।

৫৯৭৬. عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَهُوَ حَلِيفُ لِبْنِي عَامِرِ بْنِ لُؤْيٍ وَكَانَ شَهِيدَ بَرًّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجَزْيَتِهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ صَالِحَ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ وَأَمَرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتْ الْأَنْصَارُ بِقُدُومِهِ فَوَافَقَتْ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا انْصَرَفَ تَعَرَّضُوا لَهُ فَتَبَسَّمَ حِينَ رَأَوْهُ وَقَالَ أَظَنُّكُمْ سَمِعْتُمْ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ وَأَنَّهُ جَاءَ بِشَيْءٍ؟ قَالُوا أَجَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَأَبْشِرُوا وَأَمِلُوا مَا يَسْرُكُكُمْ، فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسِطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، كَمَا بَسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَّاَفْسُوهَا كَمَا تَنَّاَفْسُوهَا، وَتُلْهِيكُمْ كَمَا أَلْهَتْهُمْ -

৫৯৭৬. আমার ইবনে আওফ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বনু আমের ইবনে লুওয়াই-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন এবং রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে বদর যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। তিনি জানিয়েছেন যে, রসূলুল্লাহ স. আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রা.-কে বাহরাইনে জিযিয়া আদায় করে নিয়ে আসতে পাঠিয়েছিলেন। রসূলুল্লাহ স. বাহরাইনবাসীদের সাথে সন্ধি করেছিলেন এবং আলা ইবনে আল হায়রামীকে তাদের শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। আবু উবায়দাহ রা. বাহরাইন থেকে (জিযিয়ার) মাল নিয়ে এলেন। আনসাররা তার আসার খবর শুনার পর তারা রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে ফজরের নামায আদায় করলেন। তিনি নামায শেষ করলে তাঁরা তাঁর কাছে হাযির হলেন। রাসূলুল্লাহ স.

তাদেরকে দেখে মুচকি হেসে বললেন, আমার মনে হয় তোমরা আবু উবায়দার ফিরে আসার খবর শুনেছ এবং সে কিছু নিয়ে এসেছে তা জেনেছ। তারা বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, তাহলে তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো এবং এটা তোমাদেরকে খুশী করবে আশা রাখো। আল্লাহর কসম! তোমাদের ব্যাপারে আমি দারিদ্রতার ভয় করি না। আমি তোমাদের সম্পর্কে এ ভয় করি যে, তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য দুনিয়া যেমনি প্রশস্ত হয়ে গিয়েছিল, তেমনি তোমাদের বেলায়ও দুনিয়া প্রশস্ত হয়ে যাবে। তোমরা (তা পাবার জন্য) তেমনি প্রতিযোগিতা করবে যেমন তারা প্রতিযোগিতা করেছিল এবং তোমাদেরকে তাদের মতোই (আখেরাত সম্পর্কে) গাফেল করে দিবে।

৫৭৭৭. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْبَرِ، فَقَالَ إِنِّي فَرَطُ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنْتَظِرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ، وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا-

৫৯৭৭. উকবা ইবনে আমের রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ স. রওয়ানা হয়ে উহুদে গিয়ে তথাকার শহীদদের জন্য জানাযার নামাযের ন্যায় নামায পড়লেন। পরে মিন্বরে ফিরে এসে বলেন, আমি তোমাদের জন্য অবশ্যই আগে যাব এবং আমি তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিব। আল্লাহর কসম! আমি আমার হাওয়াযকে এখন দেখছি। আমাকে তো পৃথিবীর সকল ধনভাণ্ডারের চাবিকাঠি দেয়া হয়েছে। অথবা পৃথিবীর সকল চাবিকাঠি দেয়া হয়েছে। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সম্পর্কে এ ভয় করি না যে, তোমরা আমার অবর্তমানে শিরক করবে, বরং ভয় করি (সম্পদ লাভের) পরস্পর প্রতিযোগিতা করবে।

৫৭৭৮. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَكْثَرَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ قِيلَ وَمَا بَرَكَاتُ الْأَرْضِ؟ قَالَ زَهْرَةُ الدُّنْيَا فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ هَلْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَصَمَتَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَعَلَ يَمْسَحُ عَنْ جَبِينِهِ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ قَالَ أَنَا قَالَ أَبُو سَعِيدٍ لَقَدْ حَمَدْنَاهُ حِينَ طَلَعَ ذَلِكَ قَالَ لَا يَأْتِي الْخَيْرُ إِلَّا بِالْخَيْرِ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ وَإِنْ كُلَّ مَا أَتَيْتَ الرَّبِيعَ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ إِلَّا أَكَلَةَ الْخَضِرَةِ تَأْكُلُ حَتَّى إِذَا أَمْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ الشَّمْسُ فَاجْتَرَّتْ وَثَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ عَادَتْ فَآكَلَتْ وَإِنْ هَذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ مَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَنِعَمَ الْمَعُونَةُ هُوَ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ-

৫৯৭৮. আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমাদের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি যে জিনিসের ভয় করি, তা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য পৃথিবীর বরকতসমূহ বের করে দিবেন। বলা হলো, পৃথিবীর বরকতসমূহ কি? তিনি বললেন, দুনিয়ার সৌন্দর্য-সম্পদ। এক ব্যক্তি তাঁকে বললো, কল্যাণ (মাল) কি অকল্যাণ নিয়ে আসবে? নবী স. চুপ

ধাকলেন, শেষে আমরা অনুমান করলাম যে, তখন তাঁর ওপর অহী নাযিল হচ্ছে। এরপর তিনি তাঁর কপাল (থেকে ঘাম) মুহুতে মুহুতে বললেন, প্রশ্নকর্তা কোথায়? লোকটি বললো, এই যে আমি। আবু সাঈদ রা. বলেন, আমরা তখনই ঐ ব্যক্তির প্রশংসা করেছি, যখন তা (প্রশ্নের উত্তর) প্রকাশ পেয়েছে। রসূলুল্লাহ স. বললেন, কল্যাণ (মাল) কল্যাণই বয়ে আনে। অবশ্যই এ (পৃথিবীর) ধন-দৌলত সবুজ-শ্যামল, সুমিষ্ট এবং বসন্ত মৌসুম যাকিছু উদগত করে তা যে তৃণভোজী (প্রাণী) অতিরিক্ত খায়, তাকে তা মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় অথবা মৃত্যুর নিকটবর্তী করে দেয়। কিন্তু যে প্রাণী সবুজ ঘাস খায় এবং তার পেট ভরে সূর্যের দিকে মুখ করে জাবর কাটে ও মলমূত্র ত্যাগ করে, অতপর ফিরে এসে আবার খায় (সেটি ছাড়া)। এ সম্পদও খুবই মধুর ও আকর্ষণীয়, যে সৎভাবে উপার্জন করে এবং সৎপথেই ব্যয় করে তার জন্য তা উপকারী বস্তু। আর যে ব্যক্তি তা অবৈধভাবে উপার্জন করে সে এমন ব্যক্তিতুল্য যে খায় কিন্তু পরিভুক্ত হয় না।

৫৭৭৭. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ فَمَا أَدْرِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ قَوْلِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَيَنْذُرُونَ وَلَا يَفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ.

৫৭৭৯. ইমরান ইবনে হুসাইন রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেন। নবী স. বলেন, তোমাদের মধ্যে আমার যুগের লোকেরাই উত্তম, অতপর তাদের পরবর্তীগণ, অতপর তাদের পরবর্তীগণ। ইমরান বলেন, রসূলুল্লাহ স. একথা কি দু'বার না তিনবার বলেছেন তা আমার মনে নেই। অতপর এমন লোকের আবির্ভাব হবে, যাদের সাক্ষ্য তলব না করতেই সাক্ষ্য দেবে। তারা আমানতের খেয়ানত করবে, তাদের কাছ থেকে আমানত ফেরত পাওয়া যাবে না। তারা মানত করবে, কিন্তু তা পুরা করবে না। তারা (দেখতে) হুটপুট হবে।

৫৭৮০. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَتُهُمْ آيْمَانُهُمْ وَأَمَانُهُمْ شَهَادَتُهُمْ۔

৫৭৮০. আবদুল্লাহ রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেন। নবী স. বলেন, আমার যুগের লোকেরাই সর্বোত্তম, অতপর এর পরবর্তী যুগের লোকেরা, এরপর তার পরবর্তী যুগের লোকেরা। অতপর তাদের পরে এমন এক ব্যক্তি আসবে, যাদের সাক্ষ্য হবে কসমের পূর্বে এবং কসম হবে সাক্ষ্যের পূর্বে।

৫৭৮১. عَنْ قَيْسِ سَمِيعٍ خَبَابًا وَقَدْ اكْتَوَى يَوْمَئِذٍ سَبْعًا فِي بَطْنِهِ وَقَالَ لَوْ لَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِالْمَوْتِ إِنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ مَضَوْا وَلَمْ تَنْقُصْهُمْ الدُّنْيَا بِشَيْءٍ وَأَنَا أَصَبْنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التُّرَابَ۔

৫৭৮১. কায়েস র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খাব্বাব রা.-কে বলতে শুনেছি, ঐ সময় তিনি তার পেটে গরম লোহার সাতটি সৈক দিয়েছিলেন, রসূলুল্লাহ স. যদি আমাদেরকে মৃত্যু-কামনা নিষেধ না করতেন তবে আমি অবশ্যই মৃত্যু কামনা করতাম। মুহাম্মদ স.-এর সাহাবীগণ চলে গেছেন, কিন্তু দুনিয়ার কিছুই তাদের ক্ষতি করতে পারেনি। আর আমরা দুনিয়ার ধন-সম্পদ সংগ্রহ করছি অথচ এর বিনিময়ে আমরা মাটি ছাড়া কিছুই পাচ্ছি না।

৫৭৮২. عَنْ قَيْسٍ قَالَ أَتَيْتُ خُبَابًا وَهُوَ يَبْنِي حَائِطًا لَهُ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ مَضَوْا وَلَمْ تَنْقُصْهُمْ الدُّنْيَا شَيْئًا وَإِنَّا أَصَبْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ شَيْئًا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التُّرَابَ -

৫৯৮২. কায়েস র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খাব্বাব রা.-এর কাছে এলাম, আর তখন তিনি দেয়াল মেরামত করছিলেন। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আমাদের যে সকল সাথী চলে গেলেন, দুনিয়ার কোনো কিছুই তাদেরকে নষ্ট করতে পারেনি। অথচ আমরা তাদের পরে অনেক সম্পদই সংগ্রহ করছি কিন্তু তার পরিবর্তে আমরা মাটি ছাড়া কিছুই পাব না।

৫৭৮৩. عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ خُبَابٍ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قِصَّةً -

৫৯৮৩. আবু ওয়ায়েল রা. থেকে বর্ণিত। তিনি খাব্বাব রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে হিজরত করেছি। (অতপর তিনি হিজরত সম্পর্কিত ঘটনা বললেন)

৮-অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَى قَوْلِهِ مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ -

“হে মানুষ ! নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য। সুতরাং তোমাদেরকে যেন দুনিয়ার জীবন ধোঁকা না দেয় ----- আশুনের অধিবাসী।”-সূরা ফাতির : ৫-৬

৫৭৮৪. عَنْ ابْنِ أَبِي أَنَسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ أَتَيْتُ عُثْمَانَ بِطَهْوَرٍ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمَقَاعِدِ فَتَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ وَهُوَ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ هَذَا الْوُضُوءِ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ غُفِرَ لَهُ مَا قَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَغْتَرُّوا -

৫৯৮৪. ইবনে আবান র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান ইবনে আফ্ফান রা.-এর জন্য তার অযুর পানি নিয়ে এলাম, তখন তিনি একটি আসনে বসেছিলেন। তিনি ভালভাবে অযু করলেন, পরে বললেন, আমি নবী স.-কে দেখেছি, তিনি এ স্থানে ভালভাবে অযু করেছেন এবং বলেছেন, যে ব্যক্তি এভাবে অযু করে মসজিদে যাবে, অতপর দু’ রাকআত নামায পড়ে বসে থাকবে (ফরয নামায আদায়ের জন্য), তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। ওসমান রা. বলেন, নবী স. আরো বলেন, তোমরা যেন ধোঁকায় না পড়ো।

৯-অনুচ্ছেদ : সৎলোকের প্রস্থান প্রসঙ্গে।

৫৭৮৫. عَنْ مِرْدَاسٍ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ وَيَبْقَى حِفَالَةٌ كَحِفَالَةِ الشَّعِيرِ أَوْ التَّمْرِ لَا يُبَالِيهِمُ اللَّهُ بِأَلَّةٍ -

৫৯৮৫. মিরদাস আসলামী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, সৎলোকেরা একের পর এক চলে যাবে (মৃত্যুবরণ করবে)। অতপর বাকীরা যব অথবা খেজুরের অংশের মতো (নিকৃষ্ট) পড়ে থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি কোনো জ্রক্ষেপও করবেন না।

১০-অনুচ্ছেদ : ধন-সম্পদের পরীক্ষা থেকে বাঁচা প্রসঙ্গে। আল্লাহর বাণী :

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ .

“নিসন্দেহে তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পরীক্ষার উপকরণ।”-সূরা তাগাবুন : ১৫

৫৯৮৬. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالِدِرْهَمٍ وَالْقُطَيْفَةُ وَالْخَمِصَةُ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ .

৫৯৮৬. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, দীনার, দিরহাম, কাতীফা^৩ ও ‘খামীসা’ প্রভৃতির দাসেরা ধ্বংস হোক। এদেরকে দান করা হলে খুশি হয়, অন্যথায় অসন্তুষ্ট হয়।

৫৯৮৭. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَابْيَانٌ مِنْ مَالٍ لَا يَبْتَغِي ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ .

৫৯৮৭. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি, ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ দুটি উপত্যকাও যদি আদম সন্তানকে দেয়া হয়, তবে সে তৃতীয়টি পাবার আকাঙ্ক্ষা করবে। আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া অন্য কিছুতেই ভরবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তাওবা করবে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করবেন।

৫৯৮৮. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ نَبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ مِثْلَ وَادٍ مَالًا لَأَحَبَّ أَنْ لَهُ إِلَيْهِ مِثْلُهُ وَلَا يَمْلَأُ عَيْنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَا أَدْرِي مِنَ الْقُرْآنِ هُوَ أَمْ لَا قَالَ وَسَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ ذَلِكَ عَلَى الْمَنْبَرِ -

৫৯৮৮. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি, আদম সন্তানের জন্য এক উপত্যকা পরিমাণ সম্পদও যদি হয়, তবুও সে আরও সমপরিমাণ সম্পদের জন্য লালায়িত থাকবে। তার চক্ষু মাটি ছাড়া অন্য কিছুতেই ভরবে না। যে ব্যক্তি তাওবা করে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমি জানি না, তা কুরআন থেকে নেয়া কিনা। তবে আতা র. (রাবী) বলেন, আমি মিশরের ওপরে ইবনে যুবায়েরকে তা বলতে শুনেছি।

৫৯৮৯. عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمَنْبَرِ مَكَّةَ فِي خُطْبَتِهِ يَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ أُعْطِيَ وَادِيًا مَلًى مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَانِيًا وَلَوْ أُعْطِيَ ثَانِيًا أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَالِثًا وَلَا يَسُدُّ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ

৩. ‘কাতীফা’ এক প্রকার মোটা ও নরম কাপড়, ‘খামীসা’ এক প্রকার বস্ত্র।

৫৯৮৯. ইবনে যুবায়ের রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যুবাইর রা.-কে মক্কার মিশরে তার ভাষণে বলতে শুনলাম, হে মানুষ! রসূলুল্লাহ স. বলেন, আদম সন্তানকে যদি স্বর্ণে পরিপূর্ণ একটি উপত্যকাও দেয়া হয়, তবে সে দ্বিতীয়টির জন্য লালায়িত হবে। আর দ্বিতীয় একটিও যদি তাকে দেয়া হয়, তবে তৃতীয়টির জন্য সে লালায়িত হবে। আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া অন্য কিছুতে ভরবে না। যে ব্যক্তি তাওবা করে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন।

৫৯৯০. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتَوَبُّ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ .

৫৯৯০. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন, আদম সন্তানকে স্বর্ণ ভর্তি একটি উপত্যকা দেয়া হয়, সে দু'টি উপত্যকার আকাঙ্ক্ষা করবে। তার মুখ মাটি ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে ভরবে না। তবে যে ব্যক্তি তাওবা করে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন।

১১-অনুচ্ছেদ : নবী স.-এরাবাণী, এ ধন-সম্পদ মিষ্ট-মধুর, শ্যামল-মনোরম; এবং আল্লাহর বাণী :

زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ إِلَى قَوْلِهِ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ,

“মনোরম করে দেয়া হয়েছে মানুষের জন্য নারী, সন্তান-সন্ততি ----- এগুলো হচ্ছে দুনিয়ার জীবনের (ক্ষণস্থায়ী) সম্পদ”-সূরা আলে ইমরান : ১৪। ওমর রা. বলেন, হে আল্লাহ! আপনি আমাদের জন্য যা মনোরম করে সৃষ্টি করেছেন, সেজন্য আমরা খুশী না হয়ে পারি না। হে আল্লাহ! আপনার কাছে প্রার্থনা, যেন আমরা এগুলো ন্যায্যভাবেই ব্যবহার করতে পারি।

৫৯৯১. عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ هَذَا الْمَالُ وَرَبِّمَا قَالَ سُفْيَانٌ قَالَ لِي يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالُ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِطَيْبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِأَشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى .

৫৯৯১. হাকীম ইবনে হিয়াম রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে কিছু চাইলাম। তিনি আমাকে কিছু দিলেন, আবারও তাঁর কাছে কিছু চাইলাম, (আবারও) তিনি কিছু দিলেন। আর একবার কিছু চাইলে তিনি আমাকে (আবারও) কিছু দিয়ে বললেন, হে হাকীম! এ সম্পদ শ্যামল-সবুজ ও সুমিষ্ট। যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট মনে তা গ্রহণ করবে, তার জন্য এতে বরকত দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি লোভাতুর মনোভাব নিয়ে তা গ্রহণ করবে, তার জন্য এতে কোনো বরকত হবে না। সে এমন ব্যক্তির মতো যে খায় কিন্তু পরিভূক্ত হয় না। নিশ্চয়ই উপরের হাত (দাতার হাত) নীচের হাত (গ্রহীতার হাত) থেকে উত্তম।

১২-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি তার নিজের মাল থেকে (ডাল কাজে) ব্যয় করবে, তা-ই তার নিজের জন্য (আশেব্রাতের)।

৫৯৯২. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّكُمْ مَالٌ وَارِثُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ ، قَالَ فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالٌ وَارِثُهُ مَا آخَرَ .

৫৯৯২. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কে নিজের সম্পদের চেয়ে (নিজের) উত্তরাধিকারীদের সম্পদকে বেশী ভালবাসে? লোকেরা বললো, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমাদের প্রত্যেকের কাছেই নিজের সম্পদ অধিক প্রিয়। রসূলুল্লাহ স. বলেন, সে যা খরচ করেছে তাই তার সম্পদ, আর যা রেখে দিয়েছে তা তার উত্তরাধিকারীদের সম্পদ।

১৩-অনুচ্ছেদ : ধনীরাই (যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করেনা) প্রকৃতপক্ষে দরিদ্র। আল্লাহর বাণী :

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا إِلَى قَوْلِهِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

“যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবন ও তার সৌন্দর্য পেতে চায় ----- তারা যাকিছু করবে” পর্যন্ত।

-সূরা হুদ : ১৫-১৬

৫৯৯৩. عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي وَحْدَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ إِنْسَانٌ قَالَ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَهُ أَحَدٌ قَالَ فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظِلِّ الْقَمَرِ فَالْتَفَتَ فَرَأَنِي ، فَقَالَ مَنْ هَذَا ؟ قُلْتُ أَبُو ذَرٍّ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءً كَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ تَعَالَهُ فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ إِنَّ الْمُكْثَرِينَ هُمُ الْمُقْلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ خَيْرًا فَتَفَحَّ فِيهِ يَمِينُهُ وَشِمَالُهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءَهُ وَعَمِلَ فِيهِ خَيْرًا قَالَ فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ لِي اجْلِسْ هَاهُنَا قَالَ فَاجْلَسَنِي فِي قَاعٍ حَوْلَهُ حِجَارَةٌ فَقَالَ لِي اجْلِسْ هَاهُنَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ ، قَالَ فَانْطَلَقَ فِي الْحَرَةِ حَتَّى لَا أَرَاهُ فَلَبِثْتُ عِنِّي قَاطِلَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ إِنِّي سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُقْبِلٌ وَهُوَ يَقُولُ وَإِنْ سَرَقَ ، وَإِنْ زَنَى ، قَالَ فَلَمَّا جَاءَ لَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءً كَ مَنْ تَكَلَّمَ فِي جَانِبِ الْحَرَةِ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَرْجِعُ إِلَيْكَ شَيْئًا قَالَ ذَلِكَ جِبْرِيلُ عَرَضَ لِي فِي جَانِبِ الْحَرَةِ ، قَالَ بِشِيرٍ أُمْتُكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، قُلْتُ يَا جِبْرِيلُ وَإِنْ سَرَقَ ، وَإِنْ زَنَى قَالَ نَعَمْ ، قُلْتُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى قَالَ نَعَمْ وَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ . قَالَ النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ وَالْأَعْمَشُ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ قَالُوا حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ بِهَذَا وَعَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ نَحْوُ ذَلِكَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، وَحَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مُرْسَلٌ لَا يَصِحُّ إِنَّمَا أَوْرَدْنَاهُ لِلْمَعْرِفَةِ وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَضْرِبُوا عَلَى حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثُ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ مُرْسَلٌ أَيْضًا لَا يَصِحُّ وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِذَا تَابَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عِنْدَ الْمَوْتِ .

৫৯৯৩. আবু যার রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কোনো এক রাতে বের হলাম। দেখলাম রসূলুল্লাহ স. একাকী পায়চারি করছেন। তাঁর সাথে আর কেউ ছিল না। আমি ভাবলাম, রসূলুল্লাহ স. হয়ত চান না যে, কেউ তাঁর সাথী হোক। সুতরাং আমি তাঁদের ছায়ায় হাঁটতে থাকলাম। রসূলুল্লাহ স. পেছন ফিরে আমাকে দেখে বললেন, তুমি কে? আমি বললাম, ‘আবু যার’, আল্লাহ আপনার জন্য আমাকে কুরবান করুন। তিনি বললেন, আবু যার এসো। আমি তাঁর সাথে কিছুক্ষণ চললাম। তিনি বললেন, ধনীরা-ই প্রকৃতপক্ষে কেয়ামতের দিন দরিদ্র। তবে যে ব্যক্তিকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন, সে তা (সৎপথে) ডানে, বামে, সামনে, পেছনে খরচ করে এবং ভাল কাজে ব্যয় করে সে ছাড়া। আমি আরও কিছুক্ষণ তাঁর সাথে চললে তিনি আমাকে বললেন, এখানে বসো। তিনি আমাকে পাথর বেষ্টিত একটি সমতল জায়গায় বসিয়ে বললেন, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এখানে বসে থাক। তিনি পাথুরে প্রান্তরের দিকে গেলেন, এমনকি আমার দৃষ্টির অন্তরাল হয়ে গেলেন। তিনি দীর্ঘক্ষণ আমার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলেন, পরে আমি তাঁকে বলতে শুনলাম, ‘যদি সে চুরি করে এবং যেনা করে।’ তিনি ফিরে এলেন, আমি ধৈর্যহীন হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর নবী! আপনার জন্য আল্লাহ আমার জীবনকে কুরবান করুন। আপনি পাথুরে ভূমিতে কার সাথে কথা বলছিলেন? কাউকে তো আপনার কথার প্রতিউত্তর করতে শুনলাম না। তিনি বললেন, তিনি তো জিবরাঈল আ.। পাথুরে ময়দানের দিক থেকে আমার কাছে এসে বললেন, আপনার উম্মতদের সুসংবাদ দিন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরীক না করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।’ (রসূলুল্লাহ বলেন,) আমি জিবরাঈল কে জিজ্ঞেস করলাম? যদি সে যেনা করে এবং চুরি করে? তিনি বললেন, যদি সে যেনা করে এবং চুরি করে। আমি (পুনরায়) বললাম, যদি সে যেনা করে এবং চুরি করে? তিনি বললেন, যদি সে যেনা করে এবং চুরি করে। আমি (আবারও) বললাম, যদি সে যেনা করে এবং চুরি করে? তিনি বললেন, যদি সে যেনা করে এবং চুরি করে, আর যদি শরাবও পান করে। আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত রেওয়াযাতে (একথাও) আছে যে, যদি সে মৃত্যুকালে তাওবা করে এবং ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলে।

১৪-অনুচ্ছেদ : নবী স.-এর বাণী : “আমার কাছে উহুদ পাহাড় সমান স্বর্ণ হোক, আমি তা পসন্দ করি না।”

৫৯৯৪. عَنْ أَبِي ذَرٍّ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَرَّةِ الْمَدِينَةِ فَاسْتَقْبَلَنَا أَحَدٌ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ، قُلْتُ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ مَا يَسْرُنِي أَنْ عِنْدِي مِثْلُ أَحَدٍ هَذَا ذَهَبًا يَمْضِي عَلَى ثَالِثَةٍ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا شَيْءٌ أُرْصَدُهُ لِدَيْنٍ إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللَّهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ثُمَّ مَشَى ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْأَكْثَرِينَ هُمُ الْأَقْلَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ثُمَّ قَالَ لِي مَكَانَكَ لَا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيكَ، ثُمَّ انْطَلَقَ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ حَتَّى تَوَارَى، فَسَمِعْتُ صَوْتًا قَدْ ارْتَفَعَ، فَتَخَوَّفْتُ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ عَرَضَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيَهُ فَذَكَرْتُ قَوْلَهُ لِي لَا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيكَ فَلَمْ أَبْرَحْ حَتَّى آتَانِي، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتًا تَخَوَّفْتُ فَذَكَرْتُ لَهُ، فَقَالَ وَهَلْ سَمِعْتَهُ؟ قُلْتُ نَعَمْ،

قَالَ ذَاكَ جِبْرِيلُ أَتَانِي فَقَالَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ -

৫৯৯৪. আবু যার রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-এর সাথে মদীনার পাথুরে প্রান্তরে হাটতেছিলাম, ওহুদ পাহাড় আমাদের দৃষ্টিগোচর হলো। তিনি বললেন, হে আবু যার ! আমি বললাম, লাক্বায়কা (আমি হাযির) ইয়া রসূলান্নাহ ! তিনি বললেন, আমার কাছে এ ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকলেও তা থেকে ঋণ পরিশোধের পরিমাণ ছাড়া একটি দীনারও আমার কাছে তিন দিন থাকবে, তা আমার অপসন্দনীয়। বরং আমি তা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এভাবে, এভাবে, বিতরণ করে দেব। রসূলান্নাহ স. ডানে, বামে, পেছনে বিতরণ করবো। এরপর তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে আবার বললেন, ধনীরাই প্রকৃতপক্ষে কিয়ামতের দিন দরিদ্র হবে, অবশ্য যারা তাদের সম্পদ এভাবে, এভাবে ও এভাবে ডান দিকে, বাম দিকে ও পেছন দিকে ব্যয় করবে তারা ছাড়া। কিন্তু এরূপ লোক খুব কম। অতপর তিনি আমাকে বললেন, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি এ স্থান ত্যাগ করবে না। (এই বলে) তিনি অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি একটি উচ্চ শব্দ শুনে ভয় পেয়ে গেলাম যে, রসূলান্নাহ স.-এর ওপর কেউ আক্রমণ করলো কিনা। আমি সেদিকে যেতে মনস্থ করলাম, কিন্তু সাথে সাথে আমার জন্য রসূলান্নাহ স.-এর নিষেধাজ্ঞা আমার মনে পড়লো, ‘আমি না আসা পর্যন্ত তুমি এ স্থান ত্যাগ করো না।’ সুতরাং তিনি না আসা পর্যন্ত আমি সেখানেই থাকলাম। (তিনি আসলে) আমি বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ স.। আমি এক ভয়ঙ্কর আওয়াজ শুনেছি, আমি ভয় পেয়ে গেলাম, তাঁকে তা বললাম। তিনি বললেন, তুমি তাহলে তা শুনেছ ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমার কাছে জিবরাঈল আ. এসেছিলো। তিনি বললেন, আপনার উম্মতের যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক না করা অবস্থায় ইন্তেকাল করলো, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম, যদি সে যেনা করে এবং চুরি করে ? তিনি বললেন, যদি সে যেনা করে এবং চুরিও করে।

৫৯৯৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أَحَدٍ ذَهَبًا لَسَرْنِي أَنْ لَا تَمُرَّ عَلَى ثَلَاثِ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْئًا أَرَصُدُهُ لِدَيْنٍ -

৫৯৯৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলান্নাহ স. বলেছেন, আমার কাছে ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকলেও তা থেকে ঋণ পরিশোধের পরিমাণ ছাড়া কিছু আমার কাছে তিন দিন থাক, তা আমি পসন্দ করি না।

১৫-অনুচ্ছেদ : অন্তরের সচ্ছলতাই (প্রকৃত) সচ্ছলতা। আল্লাহর বাণী :

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنَيْنَ ، إِلَى قَوْلِهِ عَامِلُونَ ،

“তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে সাহায্য করে যাচ্ছি -- ----- তারা নিজেদের এ কার্যকলাপ করতে থাকবে।”-সূরা মুমিনুন : ৫৫-৬৩

৫৯৯৬. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ -

৫৯৯৬. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, প্রচুর সম্পদ থাকলেই ঐশ্বর্যশালী হওয়া যায় না। মনের ঐশ্বর্যই প্রকৃত ঐশ্বর্য।

১৬-অনুচ্ছেদ : দরিদ্রতার মর্শাদা ।

৫৯৭৭. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٌ مَا رَأَيْكَ فِي هَذَا ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ، هَذَا وَاللَّهِ حَرِيٌّ أَنْ خُطِبَ أَنْ يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ، قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا رَأَيْكَ فِي هَذَا ؟ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ، هَذَا حَرِيٌّ أَنْ خُطِبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَالَ أَنْ لَا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلءِ الْأَرْضِ مِثْلُ هَذَا -

৫৯৯৭. সাহল ইবনে সা'দ সাঈদী রা. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স.-এর কাছ দিয়ে এক ব্যক্তি যাচ্ছিল । তিনি তাঁর কাছে বসা এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, এ লোকটি সম্পর্কে তোমার কি মত ? সে উত্তর দিল, এতো সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক, আল্লাহর কসম ! সে যদি কোথাও বিয়ের প্রস্তাব দেয় তা গ্রহণ করা হবে, যদি কোনো সুপারিশ করে, তা-ও শোনা হয় । রসূলুল্লাহ স. চুপ করে থাকলেন । এরপর আরেক ব্যক্তি অতিক্রম করলে, রসূলুল্লাহ স. বললেন, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার মত কি ? সে উত্তর দিল, ইয়া রসূলুল্লাহ ! সে এক দরিদ্র মুসলমান, সে এতটুকু যোগ্য যে, কোথাও বিয়ের প্রস্তাব দিলে, তা গৃহীত হয় না এবং সুপারিশ করলে তাও গ্রহণযোগ্য হয় না এবং কোনো কথা বললে তার কথায় কর্ণপাতও করা হয় না । তিনি বললেন, এ ব্যক্তির ঐ ব্যক্তি মত দুনিয়া ভর্তি লোকের চেয়ে উত্তম ।

৫৯৭৮. عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ عُدْنَا خَبَابًا فَقَالَ هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نُرِيدُ وَجْهَ اللَّهِ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ فَمِنَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْخُذْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ : مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ نَمِرَةَ فَإِذَا غَطَيْنَا رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غَطَيْنَا رِجْلَيْهِ بَدَأَ رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَغْطِيَ رَأْسَهُ وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ، وَمِنَّا مَنْ آيَنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدُبُهَا .

৫৯৯৮. আবু ওয়ায়েল র. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমরা খাবাব রা.-কে দেখতে গেলাম । খাবাব রা. বললেন, আমরা নবী স.-এর সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হিজরত করেছিলাম, আমাদের প্রতিদান আল্লাহর কাছেই প্রাপ্য হয়েছে । আমাদের মধ্যে কতক তাদের প্রতিদান পাওয়ার আগেই ইন্তেকাল করেছে । মুসয়াব ইবনে ওমায়ের তাদের একজন—যিনি উহদ যুদ্ধে শহীদ হন এবং শুধু এক টুকরো কাপড় রেখে যান । আমরা তা দিয়ে তাঁর মাথা ঢাকলে তার পা বেরিয়ে পড়তো, আবার তার পা ঢাকলে মাথা উদলা হয়ে যেত । নবী স. আমাদেরকে তার মাথা ঢেকে দিতে এবং পায়ের ওপর 'ইযখির' ঘাস দিতে নির্দেশ দিলেন । আবার আমাদের মধ্যে এমনও আছে যাদের ফল পেকে গেছে এবং তারা তা সংগ্রহ করছে (এ পৃথিবীতেই) ।

৫৯৭৯. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَطْلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَأَطْلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ .

৫৯৯৯. ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, আমি জান্নাতের ভেতরে উঁকি মেরে দেখলাম, সেখানকার অধিকাংশই (যারা দুনিয়াতে ছিল) দরিদ্র। আমি জাহান্নামের ভেতরেও উঁকি মেরে দেখলাম, সেখানকার অধিকাংশই নারী।

৬০০০. عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمْ يَأْكُلِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خِوَانٍ حَتَّى مَاتَ، وَمَا أَكَلَ خُبْرًا مُرَقَّقًا حَتَّى مَاتَ -

৬০০০. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. কখনও মৃত্যু পর্যন্ত দস্তুরখানে^৪ বসে খাননি, আর মৃত্যু পর্যন্তও তিনি পাতলা (মসৃণ) রুটি খাননি।

৬০০১. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ تُوَفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا فِي رَقِيٍّ مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ، إِلَّا شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رِفٍّ لِي فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَى فِكَلْتُهُ فَقَنِي -

৬০০১. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. ইস্তিকাল করলেন, অথচ আমার তাকের ওপর সামান্য যব ছাড়া আর কিছুই ছিল না, যা খেয়ে কোনো প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে। আমি বেশ কিছুদিন তা খেয়েই কাটালাম। পরে আমি পরিমাপ করলে তা শেষ হয়ে গেল।

১৭-অনুচ্ছেদ : নবী স. ও তাঁর সাহাবাদের জীবন-জীবিকা এবং পার্শ্বিক ভোগ-বিলাস পরিহার।

৬০০২. عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنْ كُنْتُ لَأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ وَإِنْ كُنْتُ لَأَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ ، وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ، فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِي فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ ثُمَّ مَرَّ بِي عُمَرُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِي فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ ثُمَّ مَرَّ بِي أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ فَتَبَسَّمَ حِينَ رَأَيْتُ وَعَرَفَ مَا فِي نَفْسِي وَمَا فِي وَجْهِ تُمَّ قَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ الْحَقُّ وَمَضَى فَاتَّبَعْتُهُ فَدَخَلَ فَاسْتَأْذَنُ فَأَذِنَ لِي فَدَخَلَ فَوَجَدَ لَبَنًا فِي قَدَحٍ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ قَالُوا أَهْدَاهُ لَكَ فُلَانٌ أَوْ فُلَانَةٌ قَالَ أَبَا هُرَيْرَةَ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْحَقُّ إِلَى أَهْلِ الصَّفَةِ فَادْعُهُمْ لِي ، قَالَ وَأَهْلُ الصَّفَةِ أَضْيَافُ الْإِسْلَامِ لَا يَأْوَنَ عَلَى أَهْلِ وَلَا مَالٍ وَلَا عَلَى أَحَدٍ إِذَا آتَتْهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئًا وَإِذَا آتَتْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ وَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا فَسَاءَ نِيٌّ ذَلِكَ فَقُلْتُ وَمَا هَذَا اللَّبَنُ فِي أَهْلِ الصَّفَةِ كُنْتُ أَحَقُّ أَنْ أُصِيبَ مِنْ هَذَا اللَّبَنِ شَرْبَةً أَتَقَوَّى بِهَا فَإِذَا جَاءَ

৪. সাধারণত আরবের লোকেরা সচ্ছলতার দিনে দস্তুরখান বিছিয়ে তাতে নানা প্রকার খাবার সাজিয়ে নিশ্চিন্তে বসে আহার করতো।

কিন্তু রসূলুল্লাহ স. এমন সচ্ছল ও নিশ্চিত কখনও হতে পারেননি যাতে দস্তুরখানে বসে খেতে পারেন।

أَمَرَنِي فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيهِمْ وَمَا عَسَى أَنْ يَبْلُغَنِي مِنْ هَذَا اللَّبَنِ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ
 اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ بُدُّ فَاتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوا، فَاسْتَأْذَنُوا فَأَذِنَ لَهُمْ وَأَخَذُوا
 مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ، قَالَ يَا أَبَاهِ قُلْتُ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ خُذْ فَأَعْطِهِمْ فَأَخَذْتُ
 الْقَدَحَ فَجَعَلْتُ أُعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرَوْى ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الْقَدَحِ فَأَعْطِيهِ، وَالْقَدَحُ
 فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرَوْى، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الْقَدَحِ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ رَوَى الْقَوْمُ
 كُلُّهُمْ فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ فَنَظَرَ إِلَى فِتْبَسَمَ فَقَالَ يَا أَبَاهِ قُلْتُ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ
 اللَّهِ قَالَ بَقِيتُ أَنَا وَأَنْتَ قُلْتُ صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ أَقْعُدْ فَأَشْرَبْ، فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ،
 فَقَالَ أَشْرَبْ فَشَرِبْتُ، فَمَا زَالَ يَقُولُ أَشْرَبْ، حَتَّى قُلْتُ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أَجِدُ لَهُ
 مَسْلَكًا قَالَ فَأَرِنِي فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ فَحَمِدَ اللَّهُ وَسَمَّى وَشَرِبَ الْفَضْلَةَ.

৬০০২. মুজাহিদ র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরাইরা রা. বলতেন, সেই সত্তা যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আমি ক্ষুধার যন্ত্রণায় উপড় হয়ে পড়ে থাকতাম, পেটে পাথর বেঁধে রাখতাম। একদিন আমি জনগণের যাতায়াতের রাস্তায় বসলাম। আবু বকর রা. রাস্তা দিয়ে যেতে আমি তাকে আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি, যাতে তিনি আমাকে আহ্বার করান। কিন্তু তিনি চলে গেলেন, কিছুই করলেন না। এরপর ওমর রা. আমার পাশ দিয়ে যেতে আমি তাকেও সেই একই উদ্দেশ্যে একটি আল্লাহর কিতাবের আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি, যাতে তিনি আমাকে আহ্বার করান। কিন্তু তিনিও চলে গেলেন, কিছুই করলেন না। অতপর আবুল কাসেম স. আমার পাশ দিয়ে যেতে আমাকে দেখে মুচকি হাসলেন। তিনি আমার চেহারা দেখে মনের কথা বুঝতে পারলেন। তিনি বললেনঃ হে আবু হের! আমি বললাম, লাঝায়কা ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেনঃ এসো। তিনি চললেন, আমিও তাঁর অনুসরণ করলাম। তিনি ঘরে প্রবেশ করে অনুমতি চেয়ে অনুমতি দিলে আমিও প্রবেশ করলাম। প্রবেশ করে তিনি একটি পেয়ালায় দুধ দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এ দুধ কোথা থেকে এসেছে? লোকেরা উত্তর দিলো, অমুক পুরুষ অথবা অমুক স্ত্রীলোক আপনাকে হাদিয়া দিয়েছে। তিনি বললেনঃ হে আবু হের! আমি বললাম, লাঝায়কা ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, যাও সুফ্যাবাসীর সাথে সাক্ষাত করে তাদেরকে আমার কাছে ডেকে আনো। (রাবী বলেন,) আসহাবে সুফ্যা ছিল ইসলামের মেহমান। তাদের ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন কিছুই ছিলো না, আর না ছিল ভরসা করার মত কেউ। যখন সাদকার মাল রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে আসতো তিনি তা তাদের জন্য পাঠিয়ে দিতেন, নিজে তা থেকে কিছুই গ্রহণ করতেন না। আর যদি হাদিয়া (উপটোকন) আসতো, তিনি তা থেকেও এক অংশ তাদের জন্য পাঠিয়ে দিতেন এবং নিজে এক অংশ গ্রহণ করতেন। রসূলুল্লাহ স.-এর আদেশে আমি হতাশ হলাম। (মনে মনে) বললাম, এ সামান্য দুধে আসহাবে সুফ্যার কি হবে।^৫ আমার জন্যই এতটুকু দুধ যথেষ্ট ছিল, আমি তা পান করলে তাতে শক্তি ফিরে পেতাম। তারা এলে রসূলুল্লাহ স. আমাকেই আদেশ করলেন তাদের মধ্যে এ দুধ বণ্টন করতে। তখন আমার জন্য কিছুই থাকবে না। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আদেশ মানা

৫. তারা সংখ্যায় ৮০ জনের উর্ধে ছিলেন। এটা রসূলুল্লাহ (স)-এর মোজোয়া। এক পেয়ালা দুধ ৮০ জন লোক পান করে পরিতৃপ্ত হলেন।

ছাড়া কোনো উপায় নেই। সুতরাং আমি আসহাবে সুফ্যাহকে ডেকে আনলাম। তারা প্রবেশের অনুমতি চাইলে তাদেরকে অনুমতি দেয়া হলো। ঘরে তারা নিজ নিজ আসন গ্রহণ করলো। তিনি আমাকে বললেন : হে আবু হের! আমি বললাম, লাব্বায়কা ইয়া রসূলুল্লাহ! তিনি বললেন : নাও, এ দুধ তাদেরকে দাও। আমি (দুধের) পেয়ালা হাতে নিয়ে দিতে শুরু করলাম। এক ব্যক্তির হাতে দিলাম, সে পান করে পরিতৃপ্ত হলো এবং আমাকে পেয়ালা ফেরত দিলো। আমি অন্যজনকে দিলাম, সে-ও তাই করলো। শেষে আমি রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে পৌঁছলাম। সবাই তৃপ্ত হলো। তিনি পেয়ালা নিলেন এবং আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন : হে আবু হের! আমি বললাম, লাব্বায়কা ইয়া রসূলুল্লাহ! তিনি বললেন : এখন আমি আর তুমি বাকী। আমি বললাম, আপনি ঠিকই বলেছেন। তিনি বলেন : বসে পড়ো এবং পান করো। আমি বসে পড়লাম এবং পান করলাম। তিনি পুনরায় বলেন : পান করো। আমি পান করলাম। তিনি বলতেই থাকলেন, শেষে আমি বলতে বাধ্য হলাম যে, আল্লাহর শপথ! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, আমার পেটে আর জায়গা নেই। তিনি বলেন, আমাকে দাও। আমি তাঁকে দিলে তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং বিসমিল্লাহ পড়ে বাকী দুধ পান করলেন।

৬০০৩. عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ إِنِّي لَأَوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَرَأَيْتُنَا نَغْزُو وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الْحَبْلَةِ وَهَذَا السَّمُرُ وَإِنْ أَحَدُنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَالَهُ خِلَطُ ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تُعْزِرُنِي عَلَى الْإِسْلَامِ خَبْتُ أَذْنَ وَضَلُّ سَعِي -

৬০০৩. কায়েস র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সা'দ রা.-কে বলতে শুনেছি, আমিই আরবদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি যে আল্লাহর রাস্তায় প্রথম তীর নিক্ষেপ করেছে। আমরা যখন আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করেছি, তখন অবস্থা এমন ছিল যে, আমাদের আহারের জন্য এ ছবলা পাতা ও ঝাউ গাছ ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। ফলে আমাদের মল ছাগলের বিষ্ঠার মত (দানা দানা) হয়ে গিয়েছিল। অতপর বনু আসাদ ইসলামের ব্যাপারে আমার ক্রটি নির্দেশ করতে লাগলো, তাহলে তো আমি ব্যর্থ হলাম এবং চেষ্টা-সাধনা নিষ্ফল হয়ে গেলো।

৬০০৪. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامٍ بَرٍّ ثَلَاثَ لَيَالٍ تَبَاعًا حَتَّى قُبِضَ -

৬০০৪. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. মদীনা আসার পর থেকে তাঁর পরিবার-পরিজন তিন দিন গমের রুটি পেট পুরে খেতে পাননি। এ অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

৬০০৫. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا أَكَلَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ أَكْلَتَيْنِ فِي يَوْمٍ إِلَّا أَحَدَاهُمَا تَمَرٌ -

৬০০৫. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স.-এর পরিবার-পরিজন দৈনিক দু'বেলা আহার করতে পারেননি, বরং এক বেলা খেজুর খেয়েই কাটিয়ে দিতেন।

৬০০৬. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَدَمٍ وَحَشَوهُ لَيْفٌ -

৬০০৬. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স.-এর বিছানা ছিল চামড়ার তৈরী, আর ভেতরে ছিল খেজুর গাছের ছাল ভর্তি।

৬০০৭. عَنْ قَتَادَةَ قَالَ كُنَّا نَأْتِيْ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ وَقَالَ كُلُوْا فَمَا اَعْلَمُ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَغِيْفًا مُّرَقَّقًا حَتَّى لَحِقَ بِاللّٰهِ وَلَا رَأَى شَاةً سَمِيْطًا بِعَيْنِهِ قَطُّ.

৬০০৭. কাতাদা র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আনাস ইবনে মালেক রা.-এর কাছে গেলাম। তাঁর পাচক তাঁর কাছে দণ্ডায়মান ছিল। তিনি বললেন, তোমরা খাও। আমি জানি না, রসূলুল্লাহ স. আদ্বাহর সাথে সাক্ষাত (মৃত্যু) পর্যন্ত পাতলা রুটি এবং কখনও আস্ত ভূনা বকরীর গোশত দেখেছেন কি না।

৬০০৮. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَأْتِيْ عَلَيْنَا الشَّهْرُ مَا نُوْقِدُ فِيْهِ نَارًا اِنَّمَا هُوَ التَّمْرُ وَالْمَاءُ اِلَّا اَنْ تُؤْتِيَ بِاللُّحِيْمِ -

৬০০৮. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কখনো কখনো এক মাসের মধ্যেও আমাদের ঘরে আগুন (চুলা) জ্বলতো না। কেবল খুরমা ও পানিই ছিল খাদ্য। অবশ্য কখনো কখনো আমাদেরকে গোশত হাদিয়া দেয়া হতো।

৬০০৯. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ ابْنِ اُخْتِيْ اِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ اِلَى الْهَلَالِ ثَلَاثَةَ اَهْلَةٍ فِيْ شَهْرَيْنِ وَمَا اُوْقِدَتْ فِيْ اَنْبِيَاتِ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَارٌ فَقُلْتُ مَا كَانَ يُعِيْشُكُمْ؟ قَالَتْ الْاَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ اِلَّا اَنْهُ قَدْ كَانَ لِرَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جِيْرَانٌ مِنَ الْاَنْصَارِ كَانَ لَهُمْ مَنَاجِخٌ وَكَانُوْا يَمْنَحُوْنَ رَّسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ اَنْبِيَاتِهِمْ فَيَسْقِيْنَاهُ -

৬০০৯. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি উরওয়া র.-কে বলেন, হে ভাগ্নে! আমরা দু' মাসে তিনটা নতুন চাঁদ দেখতাম এবং আদ্বাহর নবীর ঘরসমূহে (এর মধ্যে) আগুন (চুলা) জ্বলতো না। আমি বললাম, আপনারা কিভাবে দিন কাটাতেন? তিনি বলেন, দু'টো কালো জিনিসঃ খুরমা ও পানি দ্বারা। তবে রসূলুল্লাহ স.-এর কতক আনসার প্রতিবেশী ছিল, যাদের ছিল দুধবতী উটনী ও বকরী। তারা রসূলুল্লাহ স.-এর জন্য তার দুধ পাঠাতেন এবং তিনি তা আমাদের পান করাতেন।

৬০১০. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْ اَلْ مُحَمَّدٍ قُوَّةً -

৬০১০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, “হে আদ্বাহ! মুহাম্মদের পরিবার-পরিজনের জীবন ধারনোপযোগী খাদ্য দান করুন।”

১৮-অনুচ্ছেদঃ মধ্যম পছা অবলম্বন এবং নিয়মিত কাজ করা।

৬০১১. عَنْ مَسْرُوْقًا قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ اَيَّ الْعَمَلِ كَانَ اَحَبَّ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ الدَّائِمُ قُلْتُ فَاَيَّ حِيْنٍ كَانَ يَقُوْمُ قَالَتْ يَقُوْمُ اِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ -

৬০১১. মাসরুক র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা রা.-কে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ স. কোন কাজ বেশী পসন্দ করতেন? তিনি বললেন, যে কাজ নিয়মিত করা যায়। আমি বললাম, রাতের বেলা কখন তিনি জাগতেন (রাতের নামাযের জন্য)? তিনি বলেন, মোরগের ডাক শুনে তিনি জাগতেন (রাতের শেষ-তৃতীয়াংশে)।

৬০১২. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ.

৬০১২. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে সেই কাজই পসন্দনীয় ছিল, যা কেউ নিয়মিত করতে পারে।

৬০১৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَنْ يَنْجِيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، سَدِدُوا وَقَارِبُوا وَأَعْدُوا وَرَوْحُوا وَشَيْئًا مِنَ الدَّلْجَةِ وَالْقَصْدِ الْقَصْدَ تَبَلَّغُوا -

৬০১৩. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ তার কাজের দ্বারা নাজাত পাবে না। লোকেরা বললো, ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনিও নন? তিনি বলেন, আমিও না, যদি আল্লাহ তাঁর রহমত দিয়ে আমাকে ঢেকে না নেন। সুতরাং তোমরা সঠিক এবং একনিষ্ঠভাবে কাজ করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করো, সকাল-সন্ধ্যায় এবং রাতের একাংশে আল্লাহর ইবাদাত করো। মধ্যম পস্থা অবলম্বন করো, লক্ষ্যে পৌছতে পারবে।

৬০১৪. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَدِدُوا وَقَارِبُوا وَعَلِمُوا أَنْ لَنْ يَدْخُلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَأَنَّ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ أَنْوَمُهَا إِلَى اللَّهِ وَإِنْ قَلَّ .

৬০১৪. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন, তোমরা সঠিক ও একনিষ্ঠভাবে কাজ করে (আল্লাহর) নৈকট্য অর্জন কর। জেনে রাখো! তোমাদের কারও কাজ তাকে জান্নাতে নিতে পারবে না। আর আল্লাহর কাছে সেই কাজ সবচেয়ে পসন্দনীয় যা নিয়মিত করা হয়, যদিও তা কম হয়।

৬০১৫. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ أَنْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ وَقَالَ أَكْلَفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ.

৬০১৫. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ কাজ আল্লাহর কাছে অধিক পসন্দনীয়? তিনি বলেন, যে কাজ নিয়মিত করা হয়, যদিও তা (পরিমাণে) কম হয়। তিনি আরও বলেন, তোমার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজের ভার নিও।

৬০১৬. عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ كَانَ عَمَلُ النَّبِيِّ ﷺ هَلْ كَانَ يَخْصُ شَيْئًا مِنَ الْأَيَّامِ قَالَتْ لَا كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً وَأَيْكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَطِيعُ.

৬০১৬. আলকামা র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা.-কে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ স. কিরূপ ছিল? তিনি কি ইবাদাতের জন্য কোনো দিনকে নির্দিষ্ট করতেন? তিনি বলেন, না, তাঁর আমল ছিল নিয়মিত। নবী স. যা করতে সক্ষম ছিলেন, তোমাদের মধ্যে কে তা করতে সক্ষম হবে?

৬০১৭. عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ أَحَدًا الْجَنَّةَ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ.

৬০১৭. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমরা যথার্থভাবে নিষ্ঠার সাথে নিয়মিত কাজ করো। আর সুসংবাদ গ্রহণ করো। কেননা, কারো আমল (ইবাদাত) তাকে জান্নাতে নিতে পারবে না। লোকেরা বললো, আপনিও না, ইয়া রসূলুল্লাহ! তিনি বলেন, আমিও না, যদি আল্লাহ আমাকে তাঁর রহমত ও ক্ষমা দিয়ে ঢেকে না নেন।

৬০১৮. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى لَنَا يَوْمًا الصَّلَاةَ ثُمَّ رَقِيَ الْمِنْبَرَ فَأَشَارَ بِيَدِهِ قَبْلَ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ قَدْ أَرَيْتُ الْآنَ مِنْذُ صَلَّيْتُ لَكُمْ الصَّلَاةَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ مُمْتَلَأَتَيْنِ فِي قَبْلِ هَذَا الْجِدَارِ فَلَمْ أَرَ كَيَوْمٍ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ فَلَمْ أَرَ كَيَوْمٍ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ.

৬০১৮. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ স. আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন, এরপর তিনি মিন্বরে আরোহণ করলেন এবং মসজিদের কিবলার দিকে হাত দ্বারা ইশারা করে বললেন, এইমাত্র আমি যখন নামাযে তোমাদের ইমামতি করছিলাম, এ দেয়ালের সামনেই, আমাকে জান্নাত ও জাহান্নাম দেখানো হয়েছে। তিনি দু'বার বললেন, আজকের ন্যায় আর কোনোদিন ভালো ও মন্দ এভাবে দেখিনি।

১৯-অনুচ্ছেদ : (আল্লাহর) ভয়ের সাথে (মাগফিরাতের) আশা। সুফিয়ান র. বলেন, কুরআনে এর চেয়ে কঠিন আয়াত আমার কাছে আর নেই :

لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ط

“তোমরা কোনো জিনিসের ওপর (প্রতিষ্ঠিত) নও, যতক্ষণ না তোমরা তাওরাত, ইঞ্জিল, আর যা আল্লাহর কাছ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রতিষ্ঠিত করো।”-সূরা আল মায়দা : ৬৮

৬০১৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الرَّحْمَةَ يَوْمَ خَلَقَهَا مِائَةً رَحْمَةً فَأَمْسَكَ عَنْدَهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلِّهِمْ رَحْمَةً وَاحِدَةً ، فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ ، لَمْ يَيْأَسْ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعَذَابِ ، لَمْ يَأْمَنْ مِنَ النَّارِ .

৬০১৯. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ যেদিন রহমত সৃষ্টি করেছেন, সেদিন তা একশত ভাগে ভাগ করে তার একভাগ সমস্ত সৃষ্টিকে দিয়েছেন, আর বাকী নিরানব্বই ভাগ নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। কোনো কাফের আল্লাহর কাছে যে পূর্ণ রহমত আছে, সে সম্পর্কে জানতে পারলে সে জান্নাতের ব্যাপারে নিরাশ

হতো না। অপরপক্ষে কোনো মুমিন যদি আল্লাহর কাছে যে পূর্ণ শান্তি রয়েছে তার পরিমাণ সম্পর্কে জানতো, তবে সে (জাহান্নামের) আগুন থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করতো না।

২০-অনুচ্ছেদ : আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ থেকে আত্মসংযম। আল্লাহর বাণী :

إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ .

“ধৈর্যশীলদেরকে বেহিসাব প্রতিদান দেয়া হবে”-সূরা আয যুমার : ১০। ওমর রা. বলেন, যখন আমরা আত্মসংযমী ছিলাম, আমাদের তখনকার জীবনই সুন্দর ছিল।

৬০২০. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نِ الْخُدْرِيِّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَنَسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَسْأَلْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا أَعْطَاهُ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ لَهُمْ حِينَ انْفَقَ كُلُّ شَيْءٍ بِيَدَيْهِ مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ لَا أَخْرِهُ عَنْكُمْ وَإِنَّهُ مَنْ يَسْتَعِفُّ يَعْفُهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصْبِرْهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَلَنْ تُعْطُوا عَطَاءَ خَيْرٍ وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ

৬০২০. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসারদের কতক লোক রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে কিছু চাইলো। তাদের মধ্যকার যে-ই চেয়েছে রসূলুল্লাহ স. তাকেই দিয়েছেন। শেষে তাঁর কাছে যা ছিল সবই শেষ হয়ে গেল। তিনি তাঁর হাতের সবকিছু দান করার পর তাদেরকে বললেন, আমার কাছে কোনো সম্পদ আসলে আমি তার কিছুই সঞ্চয় করি না। তোমাদের মধ্যে যে (কিছু চাওয়া থেকে) বেঁচে থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে বাঁচিয়ে রাখেন। আর যে আত্মসংযমী হতে চায়, আল্লাহ তাকে আত্মসংযমী করেন এবং যে মুখাপেক্ষীহীন হতে চায়, আল্লাহ তাকে মুখাপেক্ষীহীন করেন। আর সবর (আত্মসংযম) চেয়ে অধিক উত্তম ব্যাপক কিছু তোমাদেরকে দেয়া হয়নি।

৬০২১. عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي حَتَّى تَرِمَ أَوْ تُنْتَفِخَ قَدَمَاهُ ، فَيَقَالُ لَهُ ، فَيَقُولُ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا .

৬০২১. মুগীরা ইবনে শুবা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. নামায পড়তে থাকতেন, শেষ পর্যন্ত তাঁর পদদ্বয় ফুলে যেত। তাঁকে (এ ব্যাপারে) বলা হলে তিনি বলেন, আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না ?

২১-অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ .

“আর যে আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট।”-সূরা আত তালাক : ৩। রবী ইবনে খুসাইম র. বলেন, এ ভরসা মানুষের জীবনে আগত সব বিপদ-আপদের ব্যাপারেই।

৬০২২. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَنْطِيرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ .

৬০২২. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন, আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে। তারা হবে ঐ সমস্ত লোক যারা বাঁড়-ফুক করায় না, ফাল (খারাপ) গ্রহণ করে না এবং (সব ব্যাপারেই) আল্লাহর ওপর ভরসা করে।

২২-অনুচ্ছেদ : অর্থহীন কথাবার্তায় লিপ্ত হওয়া খারাবী।

৬০২৩. عَنْ وَرَادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى الْمُغِيرَةِ أَنْ اكْتُبَ إِلَيَّ بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُغِيرَةُ إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ - لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلٍ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ وَمَنْعِ وَهَاتِ وَعُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ وَوَادِ الْبَنَاتِ

৬০২৩. মুগীরা রা.-এর সচিব ওয়াররাদর. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুয়াবিয়া রা. মুগীরা রা.-এর কাছে লিখলেন, এমন একটি হাদীস আমাকে লিখে পাঠান, যা আপনি রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে শুনেছেন। মুগীরা রা. তাঁর কাছে লিখে পাঠালেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে প্রত্যেক নামাযের পর পড়তে শুনেছি “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু লাহলুল মুলকু ওয়ালাহল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর” (“আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই, সার্বভৌমত্ব তাঁরই এবং সমস্ত প্রশংসাও তাঁর, তিনিই সবকিছুর ওপর শক্তিমান।”) আর তিনি বেহুদা কথাবার্তা লিপ্ত হতে, অযাচিত প্রশ্ন করতে, সম্পদের ধ্বংস করতে, যা দরকার তা থেকে বিরত থাকতে, অন্যের কাছে কিছু চাওয়া থেকে, মায়েদের কষ্ট দিতে এবং কন্যা সন্তানকে (জীবন্ত) কবর দিতে নিষেধ করেছেন।

২৩-অনুচ্ছেদ : সংযতবাক হওয়া। যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং আখেরাতের ওপর ইমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অন্যথা চুপ থাকে। আল্লাহর বাণী :

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ .

“মানুষ যা কিছুই উচ্চারণ করে তার জন্য তৎপর প্রহরী তার কাছেই রয়েছে।”

-সূরা আল কাহাফ : ১৮

৬০২৪. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ .

৬০২৪. সাহল ইবনে সা'দ রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন, যে ব্যক্তি তার দুই চোয়ালের হাড়ের মাঝখানের (জবানের) এবং দু' পায়ের মাঝখানের (লজ্জাস্থানের) জিনিসের যামানত আমাকে দিতে পারবে, আমি তার জান্নাতের যামীনদার হতে পারি।

৬০২৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُوْذِ جَارُهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ .

৬০২৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষ দিবসের ওপর ঈমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষ দিবসের ওপর ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষ দিবসের ওপর ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানের সমাদর করে।

৬০২৬. عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُرَاعِيِّ قَالَ سَمِعَ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ
الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةٌ أَيَّامٍ جَائِزَتُهُ قِيلَ وَمَا جَائِزَتُهُ قَالَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لَيْسَ كُنْتُ

৬০২৬. আবু শুরাইহিল আল খুযায়ী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার দুই কান শুনেছে এবং আমার কলব (হৃদয়) সংরক্ষণ করেছে, যা রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : মেহমানদারীর মুদত তিন দিবস। (আর ভালো না) তার পুরস্কার। বলা হলো, পুরস্কার কি? তিনি বললেন, একদিন ও একরাত (মেহমানকে উত্তম খাদ্য দেয়া)। যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানকে সযত্নে আপ্যায়ন করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন উত্তম কথা বলে, অন্যথা চুপ থাকে।

৬০২৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَّبِعُنَ فِيهَا يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبَدًا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ .

৬০২৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছেন, (আল্লাহর) বান্দা কখনো পরিণাম চিন্তা না করে এমন কথা বলে ফেলে, যার ফলে সে পিছলিয়ে পূর্ব-(পশ্চিমের) মধ্যকার দূরত্ব পরিমাণ জাহান্নামে পড়ে যায়।

৬০২৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يُلْقَى لَهَا بَلَاءٌ يَرْفَعُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقَى لَهَا بَلَاءٌ يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ.

৬০২৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন : বান্দা কখনো আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক কথা বলে, অথচ এ সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই থাকে না। এর ফলে আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। আবার বান্দা কখনো বেপরোয়াভাবে আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক কথা বলে, যার ফলে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

২৪-অনুচ্ছেদ : মহামহিম আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি করা।

৬০২৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ : رَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ .

৬০২৯. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন : সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা রহমতের ছায়ায় আচ্ছাদিত করেন। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি হলো, যে আল্লাহর কথা স্মরণ করে আর তার দু'চোখ অশ্রুসিক্ত হয়।

২৫-অনুচ্ছেদ : মহামহিম আল্লাহকে ভয় করা ।

৬০৩০. عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُسِيءُ الظَّنَّ بِعَمَلِهِ فَقَالَ لِأَهْلِهِ إِذَا مِتُّ فَخُذُونِي فَذَرُونِي فِي الْبَحْرِ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ فَفَعَلُوا بِهِ فَجَمَعَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى الذَّنْوَ صَنَعْتَ قَالَ مَا حَمَلَنِي إِلَّا مَخَافَتُكَ فَغَفَرْتَهُ .

৬০৩০. হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত । নবী স. বলেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের কোনো এক ব্যক্তি স্বীয় আমল সম্পর্কে শঙ্কিত ছিল । (মৃত্যুকালে) সে তার পরিবারের লোকদের বললো, মৃত্যুর পর আমাকে চূর্ণ করে গরমের দিনে সমুদ্রে ফেলে দেবে । সুতরাং লোকেরা তাই করলো । আল্লাহ তাআলা তার দেহচূর্ণ (একত্র করে) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে এ কাজে কিসে প্ররোচিত করেছে । সে বললো, আমি একমাত্র তোমার ভয়েই এ কাজ করেছি । অতপর আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন ।

৬০৩১. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا فِيمَنْ كَانَ سَلَفَ أَوْ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُ اللَّهُ مَا لَا وَوَلَدًا يَعْنِي أَعْطَاهُ فَلَمَّا حُضِرَ قَالَ لِبَنِيهِ أَيُّ أَبٍ كُنْتُ لَكُمْ ؟ قَالُوا خَيْرًا، قَالَ فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَرِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا فَفَسَرَهَا قَتَادَةُ لَمْ يَدْخِرْ وَإِنْ يَفْدُمُ عَلَى اللَّهِ يَعْذِبُهُ فَانْظُرُوا فَإِذَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِي حَتَّى إِذَا صِرْتُ فَحْمًا فَاسْحَقُونِي أَوْ قَالَ فَاسْهَكُونِي ثُمَّ إِذَا كَانَ رِيحٌ عَاصِفٌ فَادْرُونِي فِيهَا فَآخِذٌ مَوَائِقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَرَبِّي فَفَعَلُوا ذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُ كُنْ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فَقَالَ أَيُّ عَبْدِي مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ ؟ قَالَ مَخَافَتُكَ أَوْ فَرَقُ مِنْكَ فَمَا تَلَاَفَاهُ أَنْ رَحِمَهُ اللَّهُ -

৬০৩১. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত । নবী স. পূর্ববর্তী উম্মতের এক ব্যক্তির উল্লেখ করে বলেন, আল্লাহ তাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দান করেছিলেন । তার মৃত্যু সময় নিকটবর্তী হলে, সে তার সন্তানদের জিজ্ঞেস করলো, আমি তোমাদের কেমন পিতা ছিলাম ? তারা উত্তর দিল, উত্তম পিতা । সে বললো, সে আল্লাহর কাছে কোনো নেকী সঞ্চয় করেনি । (এ অবস্থায়) আল্লাহর কাছে উপস্থিত হলে তিনি আমাকে শাস্তি দিবেন । কাজেই তোমরা লক্ষ্য রেখ, আমি মরে গেলে আমাকে জ্বালিয়ে কয়লা করে চূর্ণ করে ফেলবে । তারপর যখন জোরে বাতাস বইবে তখন (চূর্ণগুলো) বাতাসে ছড়িয়ে দিবে । তারা একথার ওপর অঙ্গীকার করলো । আল্লাহর কসম । তারা তা-ই করলো । অতপর আল্লাহ বললেন, 'হয়ে যাও' আর সাথে সাথে সে ব্যক্তি দগ্ধমান হলো । আল্লাহ বললেন, হে আমার বান্দা ! তোমাকে এ কাজে কিসে বাধ্য করেছে ? সে বললো, আমি আপনার ভয়েই এ কাজ করেছি । অতপর আল্লাহ তার ওপর দয়া করলেন (ক্ষমা করে দিলেন) ।

২৬-অনুচ্ছেদ : পাগাচার থেকে বিরত থাকা ।

৬০৩২. عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلِي مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا فَقَالَ رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنِي وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ فَالْنَّجَاءُ فَطَاعَةُ طَائِفَةٍ فَادَّلَجُوا عَلَى مَهْلِهِمْ فَنَجَوْا وَكَذَّبَتْهُ طَائِفَةٌ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَاجْتَاَحَهُمْ -

৬০৩২. আবু মুসা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, আমি এবং আমাকে যা দিয়ে পাঠানো হয়েছে, তার দৃষ্টান্ত হলো, যেমন এক ব্যক্তি, সে নিজ জাতির কাছে এসে বললো, আমি স্বচক্ষে (শত্রু) সেনাদল দেখে এসেছি এবং আমি (তোমাদের) উলঙ্গ বদনে সতর্ককারী। সুতরাং তোমরা আত্মরক্ষা করো। আত্মরক্ষা করে একদল তার কথা মেনে রাতের আঁধারে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিলো এবং বিপদমুক্ত হলো। আর একদল তাকে মিথ্যা মনে করলো, (ফলে) ভোর বেলা (শত্রু) সেনাদল তাদের আক্রমণ করে তাদেরকে ধ্বংস করে দিল।

৬.২৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا وَجَعَلَ يَنْزِعُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَقْتَحِمْنَ فِيهَا فَأَنَا أَخَذُ بِحُجْرَتِكُمْ عَنِ النَّارِ وَهُمْ يَقْتَحِمُونَ فِيهَا -

৬০৩৩. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছেন : আমি এবং মানুষের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির অনুরূপ, যে আগুন জ্বালালো। আগুন যখন তার চারপাশ আলোকিত করলো, পতঙ্গ এবং যে সমস্ত কীট আগুনে ঝাঁপ দেয় সেগুলো তাতে ঝাঁপ দিতে লাগলো। লোকটি সেগুলোকে (আগুন থেকে) ফিরাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু সেগুলো তাকে পরাভূত করে আগুনে পুড়ে মরলো। (তদ্রূপ) আমিও তোমাদের কোমর ধরে আগুন থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করি, কিন্তু তোমরা তাতে পতিত হতে উদ্যত হচ্ছে।

৬.২৪. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ -

৬০৩৪. আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, (প্রকৃত) মুসলিম সেই ব্যক্তি যার হাত ও মুখের অনিষ্ট থেকে মুসলমানরা নিরাপদ থাকে। আর (প্রকৃত) মুহাজির সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকে।

২৭-অনুচ্ছেদ : নবী স.-এর বাণী : “আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তাহলে অবশ্যই তোমরা খুব কমই হাসতে এবং অধিক কাঁদতে।”

৬.২৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبْكَيْتُمْ كَثِيرًا -

৬০৩৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তাহলে অবশ্যই তোমরা কমই হাসতে এবং বেশী কাঁদতে।

৬.২৬. عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبْكَيْتُمْ كَثِيرًا -

৬০৩৬. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, আমি যা জানি, তোমরা যদি তা জানতে তাহলে অবশ্যই কম হাসতে এবং বেশী কাঁদতে।

২৮-অনুচ্ছেদ : জাহান্নামকে কামনা-বাসনা দ্বারা আচ্ছন্ন করে রাখা ।

৬০৩৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ -

৬০৩৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত । রসূলুল্লাহ স. বলেন, দোষখকে কামনা-বাসনা দ্বারা আচ্ছন্ন করে রাখা হয়েছে । আর জান্নাতকে বিপদ-মুসীবত দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছে ।

২৯-অনুচ্ছেদ : জান্নাত এবং জাহান্নাম তোমাদের যে কোনো ব্যক্তির জুতার ফিতার চেয়েও নিকটবর্তী ।

৬০৩৮. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ -

৬০৩৮. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, জান্নাত তোমাদের যে কোনো ব্যক্তির জুতার ফিতার চেয়েও নিকটবর্তী এবং জাহান্নামও তদ্রূপ ।

৬০৩৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَصْدَقُ بَيْتٍ قَالَهُ الشَّاعِرُ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ -

৬০৩৯. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত । নবী স. বলেন, কবির কবিতার সর্বাধিক সত্য ছন্দ হলো : “জেনে রাখ! আল্লাহ ছাড়া যাকিছু আছে সবই বাতিল ।

৩০-অনুচ্ছেদ : প্রত্যেক ব্যক্তি যেন (ধন-সম্পদ) তার নিম্নতর ব্যক্তির দিকে তাকায় । তার চেয়ে উর্ধ্বতন ব্যক্তির দিকে না তাকায় ।

৬০৪০. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا انْظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فَضِلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ -

৬০৪০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত । রসূলুল্লাহ স. বলেন, তোমাদের মধ্যে কারো দৃষ্টি যদি এমন লোকের ওপর পড়ে, যে ধন-সম্পদ এবং স্বাস্থ্য-সৌন্দর্যে তার চেয়ে অগ্রগামী, তাহলে সে যেন তার চেয়ে নিম্নতর ব্যক্তির দিকে তাকায় ।

৩১-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি ভালো বা মন্দ কাজে প্ররোচিত হলো ।

৬০৪১. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَرَوِي عَنْ رَبِّهِ قَالَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَّ ذَلِكَ فَمَنْ هُمْ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هُمْ بِهَا وَعَمَلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَمَنْ هُمْ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هُمْ بِهَا فَعَمَلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً

৬০৪১. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. তাঁর প্রতিপালকের সূত্রে বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ভালো এবং মন্দ লিখে দিয়েছেন, অতপর তা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো সৎকাজের ইচ্ছা করলো, অথচ কাজটা করলো না, আল্লাহ তাকে একটি পূর্ণ সওয়াব দিবেন। আর সে সৎকাজের ইচ্ছা করে তা বাস্তবে করে, আল্লাহ তার জন্য দশ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত, এমনকি এর চেয়েও অধিক সওয়াব লিখে দেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজের ইচ্ছা করলো, কিন্তু বাস্তবে তা করলো না, আল্লাহ তাকে একটি পূর্ণ সওয়াব দিবেন। সে মন্দ কাজের ইচ্ছা করে কাজটা করে ফেলে তবে আল্লাহ তার জন্য একটি মাত্র গুনাহ লিখেন।

৩২-অনুচ্ছেদ : তুচ্ছ গুনাহ থেকেও সতর্ক থাকা।

৬০৪২. এনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় তোমরা এমন সব কাজ করো, যা তোমাদের দৃষ্টিতে চুলের চেয়েও হালকা। অথচ নবী স.-এর জামানায় আমরা সেগুলোকে ধ্বংসাত্মক মনে করতাম।

৩৩-অনুচ্ছেদ : কৃতকর্মের (ফলাফল) সর্বশেষ কাজের ওপর নির্ভরশীল এবং যা থেকে সতর্ক থাকা উচিত।

৬০৪৩. সাহল ইবনে সা'দ আস-সাদ্দী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত এক ব্যক্তির প্রতি তাকালেন। সে ছিল মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধকারী অত্যন্ত যোগ্য ব্যক্তি। নবী স. বললেন : কেউ জাহান্নামী লোক দেখতে চাইলে সে যেন এর দিকে তাকায়। এক ব্যক্তি তাকে অনুসরণ করতে লাগল, যাবত না সে যুদ্ধ করতে করতে আহত হলো। (যন্ত্রণার কারণে) আসন্ন মৃত্যু কামনা করতে থাকে। সে তার তরবারীর অগ্রভাগ তার বুকে ঠেকিয়ে সজোরে চাপ দেয়ার ফলে তা বক্ষভেদ করে তার পৃষ্ঠদেশ পার হয়ে যায়। (ফলে সে মারা গেল)।

৬০৪৩. সাহল ইবনে সা'দ আস-সাদ্দী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত এক ব্যক্তির প্রতি তাকালেন। সে ছিল মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধকারী অত্যন্ত যোগ্য ব্যক্তি। নবী স. বললেন : কেউ জাহান্নামী লোক দেখতে চাইলে সে যেন এর দিকে তাকায়। এক ব্যক্তি তাকে অনুসরণ করতে লাগল, যাবত না সে যুদ্ধ করতে করতে আহত হলো। (যন্ত্রণার কারণে) আসন্ন মৃত্যু কামনা করতে থাকে। সে তার তরবারীর অগ্রভাগ তার বুকে ঠেকিয়ে সজোরে চাপ দেয়ার ফলে তা বক্ষভেদ করে তার পৃষ্ঠদেশ পার হয়ে যায়। (ফলে সে মারা গেল)।

নবী স. বললেন : কোনো ব্যক্তি এমন কাজ করে যা দেখে লোকেরা সেটাকে জান্নাতীদের কাজ মনে করে, অথচ সে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত। আবার কোনো বান্দা এমন কাজ করে যা দেখে লোকেরা সেটাকে জাহান্নামীদের কাজ মনে করে, অথচ সে জান্নাতী। (কৃতকর্মের ফল) সর্বশেষ কাজের ওপর নির্ভরশীল।

৩৪-অনুচ্ছেদ : অসৎসঙ্গ থেকে নির্জনতা শান্তিদায়ক।

৬০৪৪. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ رَجُلٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَرَجُلٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشَّعَابِ يَعْْبُدُ رَبَّهُ، وَيَدْعُ النَّاسَ مِنْ شِرِّهِ۔

৬০৪৪. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন নবী স.-এর কাছে এসে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন্ ব্যক্তি উত্তম? তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নিজের জ্ঞান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে এবং যে ব্যক্তি গিরিশৃঙ্গাসমূহের কোনো এক গুহায় অবস্থান করে (নির্জনে) আল্লাহর ইবাদত করে এবং মানুষকে তার অনিষ্ট থেকে রেহাই দেয়।

৬০৪৫. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ خَيْرٌ مَالِ الْمُسْلِمِ الْغَنَمُ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ۔

৬০৪৫. আবু সাঈদ (খুদরী) রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি : মানুষের ওপর এমন যমীনা আসবে যখন বকরীই হবে মুসলমান ব্যক্তির উত্তম সম্পদ, নিজের দীনকে ফিতনা থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে সেগুলো নিয়ে সে পাহাড়ের চূড়ায় এবং ষ্টিপাতের স্থানে (শ্যামল ভূমিতে) পালিয়ে যাবে।

৩৫-অনুচ্ছেদ : আমানতদারি ও বিশ্বস্ততা লোপ পাবে।

৬০৪৬. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ضَيَّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ۔

৬০৪৬. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, যখন আমানত বিনষ্ট হতে থাকবে তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করবে। আবু হুরাইরা রা. জিজ্ঞেস করলেন, তা কিরূপে বিনষ্ট করা হবে ইয়া রসূলুল্লাহ? তিনি বলেন : যখন অপাত্রে দায়িত্ব ন্যস্ত করা হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করবে।

৬০৪৭. عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِيثَيْنِ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ، حَدَّثَنَا أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ، وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا قَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتَقْبِضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيُظِلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتَقْبِضُ فَيَبْقَى أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ كَجَمْرِ مَحْرَجْتُهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَّبَاعِيْعُونَ وَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ فَيُقَالُ إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا عَقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ، وَلَقَدْ أَتَى عَلَى زَمَانٍ

وَمَا أَبَالَىٰ أَيْكُم بِأَيْعْتُ ، لَنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدَّهُ عَلَى سَاعِيهِ ، فَمَا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ أَبَايَعُ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا -

৬০৪৭. হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. আমাদেরকে দু'টি হাদীস শুনিয়েছেন—যার একটি (বাস্তবায়িত হতে) আমি দেখেছি এবং অপরটি (বাস্তবায়িত হবার) অপেক্ষায় আছি। রসূলে কারীম স. আমাদের বর্ণনা করেছেন যে, আমানত মানুষের অন্তরের গভীরে অবতীর্ণ হয়েছে। তারপর তারা কুরআন থেকে (এর বিধিবিধান) অবগত হয়েছে। অতপর তারা রসূলের সুন্নত থেকে (এর প্রয়োগ পদ্ধতি) শিখেছে। নবী স. আমাদেরকে 'আমানত' উঠে যাওয়ার ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : মানুষ নিদ্রা যাবে এবং আমানত তার অন্তর থেকে উঠিয়ে নেয়া হবে এবং কেবলমাত্র তার সামান্যতম চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে। পুনরায় মানুষ নিদ্রা যাবে এবং উক্ত আমানত (তাদের অন্তর থেকে) উঠিয়ে নেয়া হবে। অতপর জ্বলন্ত অঙ্গারে তোমার পায়ের ফোঙ্কার ন্যায় চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে। প্রকৃতপক্ষে তাতে কিছুই থাকে না। অবস্থা এমন হবে যে, লোক পরস্পর বেচা-কেনা করবে কিন্তু তাদের কেউ আমানত রক্ষা করবে না। অতপর বলা হবে, অমুক বংশে একজন আমানতদার ব্যক্তি আছে এবং তার সম্পর্কে বলা হবে, সে কতই না বুদ্ধিমান, সে কতই না চালাক, কতই না বাহাদুর ! অথচ তার অন্তরে সরিষা পরিমাণ ঈমানও থাকবে না। রাবী বলেন, আমাদের ওপর এমন একটি সময় অতিবাহিত হয়েছে যে, আমরা তোমাদের কারও সাথে বেচা-কেনা করতে এতটুকু চিন্তা করতাম না। যদি সে ব্যক্তি মুসলিম হতো—ইসলামই তাকে (ধোঁকাবাজি থেকে) বিরত রাখত। আর যদি সে খৃষ্টান হতো তবে তার অভিভাবক (রাষ্ট্র) ধোঁকাবাজি থেকে তাকে বিরত রাখত। কিন্তু বর্তমান অবস্থা এই যে, আমি অমুক অমুক ছাড়া বেচা-কেনা (লেন-দেন) করি না।

৬০৪৮. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا لِلنَّاسِ كَالِإِبِلِ الْمِائَةِ لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً -

৬০৪৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম স.-বলতে শুনেছিঃ অবশ্যই মানুষ শত উটের ন্যায়। এর মধ্যে তুমি একটিও বাহনোপযোগী পাবে না।

৩৬-অনুচ্ছেদ : প্রদর্শনেচ্ছা ও যশের আকাঙ্ক্ষা।

৬০৪৯. عَنْ جُنْدَبٍ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ سَمِعَ سَمِعَ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ يَرَاءَ يَرَاءَ اللَّهُ بِهِ

৬০৪৯. জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন : যে ব্যক্তি খ্যাতি লাভের জন্য তার কর্মের লোক সমাজে (ইচ্ছা পূর্বক) প্রচার করে বেড়ায়, আল্লাহও (কিয়ামতের দিন) তার কর্ম প্রকৃত উদ্দেশ্য লোকদের শুনিয়ে দিবেন। যে ব্যক্তি প্রদর্শনীমূলক কাজ করবে, আল্লাহও (কিয়ামতের দিন) তার প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা লোকের মাঝে প্রকাশ করে দিবেন।

৩৭-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি মহামহীম আল্লাহর আনুগত্য করতে গিয়ে নিজের আত্মার সাথে জিহাদ করে।

৬০৫০. عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَيْنَا أَنَا وَرَيْفُ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا آخِرَةُ الرَّحْلِ، فَقَالَ يَا مُعَاذُ، قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولُ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ

قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ؟ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوهُ؟ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ -

৬০৫০. মুয়ায ইবনে জাবাল রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি উটের পিঠে রসূলুল্লাহ স.-এর পেছনে উপবিষ্ট ছিলাম। আমার ও তাঁর মাঝে শিবিকার শেষ কাষ্ঠখণ্ড ছাড়া কিছুই ছিল না। তিনি বললেন, হে মুয়ায! আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! লাক্বাইকা ওয়া সা'দাইকা! অতপর তিনি কিছুক্ষণ সামনে অগ্রসর হয়ে বলেন, হে মুয়ায! আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! লাক্বাইকা ওয়া সা'দাইকা! আবার তিনি কিছুক্ষণ সামনে চললেন। তিনি আবার বললেন, হে মুয়ায! আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! লাক্বাইকা ওয়া সা'দাইকা! তিনি বলেন, বান্দার ওপর আল্লাহর কি অধিকার রয়েছে তা কি তুমি জান? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল অধিক জানেন। তিনি বলেন, বান্দার ওপর আল্লাহর অধিকার এই যে, তারা কেবল তাঁরই ইবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে কিছু শরীক করবে না। অতপর তিনি কিছুক্ষণ (সামনে) চললেন, অতপর বললেন, হে মুয়ায! আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! লাক্বাইকা ওয়া সা'দাইকা! তিনি বললেন, আল্লাহর ওপরে বান্দার কি অধিকার প্রাপ্য আছে, তা কি তুমি জান? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল বেশী জ্ঞাত আছেন। তিনি বলেন, আল্লাহর কাছে বান্দার প্রাপ্য অধিকার এই যে, তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন না।

৩৮-অনুচ্ছেদ : বিনয় ও নম্রতা।

৬০৫১. عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَتْ نَاقَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ تُسَمَّى الْعُضْبَاءُ، وَكَانَتْ لَا تُسَبِّقُ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ فَسَبَّقَهَا، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَقَالُوا سَبَقَتْ الْعُضْبَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ

৬০৫১. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স.-এর 'আদবা' নামের একটি উষ্ট্রী ছিল। সেটিকে (দৌড় প্রতিযোগিতায়) পেছনে ফেলা যেতো না। এক বেদুঈন তার উট নিয়ে এলো এবং সেটি রসূলুল্লাহ স.-এর উষ্ট্রীকে পেছনে ফেলে দিলো। এতে মুসলমানরা মনোকষ্ট পেলো এবং বললো, 'আদবা' পরাজিত হলো। তখন রসূলুল্লাহ স. বললেন, আল্লাহর নিকট এটা অবধারিত যে, তিনি যেটিকে উন্নত করবেন, (শেষে) সেটিকে অবনত করবেন।

৬০৫২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ قَالَ : مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالْإِخْلَافِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمِعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَيَبْصَرَهُ الَّذِي

يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلْنِي لِأَعْطِيَنَّهُ، وَلَنْزِ
اسْتِعَاذَنِي لِأَعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدَّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ
الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَ تَهُ -

৬০৫২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, আল্লাহ বলেন : যে ব্যক্তি আমার কোনো বন্ধুর সাথে শত্রুতা পোষণ করবে, আমি তার বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ ঘোষণা করবো। আমার বান্দা আমার প্রিয় যে জিনিস দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করতে পারে তাহলো তার জন্য আমি যা ফরয করেছি। আমার বান্দাগণ সর্বদা নফল (ইবাদত) দ্বারা আমার নৈকট্যে আসতে থাকে শেষে আমি তাকে ভালোবাসি। অতপর আমি তার কান হয়ে যাই—যা দিয়ে সে শুনেতে পায়; আমি তার চোখ হয়ে যাই—যা দিয়ে সে দেখতে পায়; আমি তার হাত হয়ে যাই—যা দিয়ে সে স্পর্শ করে এবং আমি তার পা হয়ে যাই—যার সাহায্যে সে চলাফেরা করে। সে আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করলে, আমি তাকে তা অবশ্যই দান করি। সে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে আমি তাকে অবশ্যই আশ্রয় দান করি। আমি যে কাজ করতে চাই, তা করতে কোনো সংকোচ করি না—যতটা সংকোচ করি—একজন মুমিনের জীবন নিতে, কেননা সে মৃত্যুকে অপসন্দ করে, অথচ আমি তার বেঁচে থাকাকে অপসন্দ করি।

৩৯-অনুচ্ছেদ : রসূলুল্লাহ স.-এর বাণী : আমি ও কিয়ামত প্রেরিত হয়েছি এ দু'টি (আঙ্গুলের) ন্যায়। আল্লাহর বাণী :

وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ -

“কিয়ামতের ব্যাপারটি চোখের পলকের ন্যায় অথবা তার চেয়েও দ্রুততর। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।”-সূরা আন নাহল : ৭৭

৬০৫৩. عَنْ سَهْلِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ هَكَذَا وَيُشِيرُ بِإِصْبَعَيْهِ فَيَمْدُ بِهِمَا -

৬০৫৩. সাহল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : আমি ও কিয়ামত এরূপ প্রেরিত হয়েছি এবং তিনি তাঁর (শাহাদাত ও মধ্যমা) আঙ্গুল দু'টি দ্বারা ইশারা করলেন ও সে দু'টিকে প্রসারিত করলেন।

৬০৫৪. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ -

৬০৫৪. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন : আমি ও কিয়ামত প্রেরিত হয়েছি—এ দু'টির মত। (একথা বলে তিনি শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুলের দ্বারা ইশারা করলেন)।

৬০৫৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بَعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ يَعْنِي إِصْبَعَيْنِ -

৬০৫৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন : আমি ও কিয়ামত প্রেরিত হয়েছি এ দু'টির মত—অর্থাৎ দু'টি আঙ্গুলের মত।

৪০-অনুচ্ছেদ : (হঠাৎ কিয়ামত হবে)।

৬০৫৬. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَأَاهَا النَّاسُ أَمَنُوا أَجْمَعُونَ، فَذَلِكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلَا يَتْبَاعِيَعَانِهِ وَلَا يَطْوِيَانِهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ أَنْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقَحْتِهِ فَلَا يَطْعُمُهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلِيْطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقَى فِيهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلَا يَطْعَمُهَا۔

৬০৫৬. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন : সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। তা (পশ্চিম দিক থেকে) উদিত হলে মানুষ তা দেখবে এবং সমস্ত লোক ঈমান আনবে। এটা সেই সময় যখন “কোনো ব্যক্তির ঈমান উপকারে আসবে না। যে ব্যক্তি ইতিপূর্বে ঈমান আনেনি অথবা সে ঈমানের অবস্থায় কোনো সংকাজ করেনি”-সূরা আল আনআম : ১৫৮। আর কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে (এমন অবস্থায়) যে, দু’ ব্যক্তি পরস্পরের সামনে কাপড় ছড়িয়ে রাখবে কিন্তু বেচা-কেনার সুযোগ পাবে না, এমনকি ভাঁজ করারও অবকাশ পাবে না। কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে (এমন অবস্থায় যে) কোনো ব্যক্তি তার উটনীর দুধ নিয়ে রওয়ানা হবে, কিন্তু সে তা পান করার সুযোগটুকুও পাবে না। কিয়ামত অবশ্যই কায়েম হবে (এমন অবস্থায় যে), কোনো ব্যক্তি (পশুকে পানি পান করানোর জন্য) চৌবাচ্চা তৈরি করবে কিন্তু তা থেকে পান করানোর সময় পাবে না। কোনো ব্যক্তি খাদ্যের গ্রাস মুখ পর্যন্ত উঠাবে কিন্তু তা খাওয়ার সুযোগ পাবে না এমতাবস্থায় কিয়ামত হবে যাবে।

৪১-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাত পসন্দ করে, আল্লাহও তার সাক্ষাত পসন্দ করেন।

৬০৫৭. عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ، كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ، إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ، قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ،

৬০৫৭. উবাদাহ ইবনে সামিত রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাত ভালবাসে, আল্লাহও তার সাক্ষাত ভালবাসেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাত অপসন্দ করে, আল্লাহও তার সাক্ষাত অপসন্দ করেন। আয়েশা রা. কিংবা নবী স.-এর অপর কোনো স্ত্রী বললেন, নিশ্চয় আমরা মৃত্যুকে অপসন্দ করি। তিনি বলেন, তা নয়। মুমিন ব্যক্তির মৃত্যু উপস্থিত হলে তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর দয়ার সুসংবাদ দেয়া হয়। তখন তার সামনে যা থাকে তার চেয়ে

পসন্দনীয় জিনিস আর কিছু থাকে না এবং সে আল্লাহর সাক্ষাত পসন্দ করে, আল্লাহও তার সাক্ষাত পসন্দ করেন। কিন্তু কোনো কাফেরের মৃত্যু উপস্থিত হলে তাকে আল্লাহর শাস্তি ও প্রতিশোধের সুসংবাদ (?) দেয়া হয়, তখন তার সামনে যা থাকে তার চেয়ে অপসন্দনীয় জিনিস আর কিছুই থাকে না। তাই সে আল্লাহর সাক্ষাত অপসন্দ করে এবং আল্লাহও তার সাক্ষাত অপসন্দ করেন।

৬০৫৮. عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ۔

৬০৫৮. আবু মুসা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাত পসন্দ করে, আল্লাহও তার সাক্ষাত পসন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাত পসন্দ করে না, আল্লাহও তার সাক্ষাত পসন্দ করেন না।

৬০৫৯. عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فِي رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ صَحِيحٌ إِنَّهُ لَمْ يَقْبَضْ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيَّزُ فَلَمَّا نَزَلَ بِهِ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخْذِي غَشِيَ عَلَيْهِ سَاعَةٌ ثُمَّ أَفَاقَ فَاشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّقْفِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى قُلْتُ اإِنَّ لَإِيْخْتَارُنَا وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَدِيثُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا بِهِ ، قَالَتْ وَكَانَتْ تِلْكَ آخِرَ كَلِمَةٍ كَلَّمَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ قَوْلُهُ ﷺ اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى۔

৬০৫৯. ইবনে শিহাব র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলেমদের মধ্য থেকে দু'জন সায়ীদ ইবনে মুসাইয়েব ও ওরওয়া ইবনে যুবাইর নবী পত্নী আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী স. সুস্থাবস্থায় বলতেন : জান্নাতে স্বীয় স্থান দর্শন করানোর পূর্বে কোনো নবীরই ইন্তেকাল হয়নি। অতপর তাঁকে (জীবন কিংবা মৃত্যুর) এখতিয়ার দেয়া হয়েছে। যখন নবী স.-এর ইন্তেকালের সময় নিকটবর্তী হলো তখন তাঁর মাথা আমার রানের উপর ছিল। কিছুক্ষণ তিনি বেইশ হয়ে রইলেন। হুঁশ ফিরে আসার পর তিনি ছাদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, অতপর বললেন : “আল্লাহ্‌ম্মার রফীকাল আ'লা” (হে আল্লাহ! তুমিই আমার পরম বন্ধু)। আমি বললাম, এখন তিনি আমাদেরকে আর পসন্দ করছেন না। আমি বুঝলাম যে, এটা সেই কথা যা—তিনি আমাদের নিকট (ইতিপূর্বে) বর্ণনা করতেন। আয়েশা রা. বলেন, এটাই ছিল তাঁর শেষ বাণী যা তিনি বলেছেন, “আল্লাহ্‌ম্মার রফীকাল আ'লা”।

৪২-অনুচ্ছেদ : মৃত্যু যাতনা।

৬০৬০. عَنْ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ أَوْ عُلبَةٌ فِيهَا مَاءٌ يَشْكُ عَمْرُ فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْمَاءِ ، فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكْرَاتٍ ، ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى حَتَّى قُبِضَ وَمَا لَتْ يَدُهُ۔

৬০৬০. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, (ইন্তেকালের সময়) নবী স.-এর সামনে চামড়ার অথবা কাঠের একটি পাত্রে পানি রাখা ছিল। নবী স. তাঁর হস্তদ্বয় পানিতে ডুবিয়ে তা তাঁর মুখমণ্ডলে মুছতেন, আর বলতেন, “আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। নিশ্চয় মৃত্যুতে বড় যাতনা রয়েছে।” অতপর হাত তুলে বলতে লাগলেন : “হে আল্লাহ ! তুমিই পরম বন্ধু।” এমতাবস্থায় তাঁর রুহ কবজ হয় এবং তাঁর হস্তদ্বয় এলিয়ে পড়ে।

৬০৬১. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْأَعْرَابِ جُفَاءً يَأْتُونَ النَّبِيَّ ﷺ فَيَسْأَلُونَهُ مَتَى السَّاعَةُ فَكَانَ يَنْظُرُ إِلَى أَصْغَرِهِمْ فَيَقُولُ إِنْ يَعْشَ هَذَا لَا يَذْرِكُهُ الْهَرَمُ حَتَّى يَقُومَ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ -

৬০৬১. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নগ্নপদে কতক বেদুঈন নবী স.-এর কাছে এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করতো, কিয়ামত কখন হবে? নবী স. তাদের সর্বকনিষ্ঠ লোকটির পানে তাকিয়ে বলতেন : যদি এ বেঁচে থাকে তবে এর বার্ষিক্যে উপনীত হওয়ার পূর্বেই তোমাদের ওপর কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে।

৬০৬২. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رَبِيعٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ، فَقَالَ مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاخٌ مِنْهُ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاخُ مِنْهُ؟ قَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالْدُّوَابُّ -

৬০৬২. আবু কাতাদাহ ইবনে রিবই আল আনসারী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করতেন, একটি লাশ নবী স.-এর কাছে দিয়ে নেয়া হলো। তিনি বললেন : (সে নিজে) সুখী অথবা (অন্যরা) তার থেকে শান্তিলাভকারী। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! “(সে নিজে) সুখী এবং (অন্যরা) তার থেকে শান্তিলাভকারী” এর অর্থ কি? তিনি বলেন, মুমিন বান্দা (মৃত্যুর পর) দুনিয়ার কষ্ট-মুসিবত থেকে আল্লাহর রহমতের আশ্রয় পায়। ফাসেক ব্যক্তির (মৃত্যুতে) ক্ষতিকর আচরণ থেকে সকল লোক, শহর-বন্দর, বৃক্ষরাজি এবং প্রাণীকুল পর্যন্ত (অর্থাৎ গোটা সৃষ্টিজগত) শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করে।

৬০৬৩. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاخٌ مِنْهُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ -

৬০৬৩. আবু কাতাদা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন : মৃত ব্যক্তি হয়তো নিজে শান্তি লাভকারী হয় নতুবা অন্যরা তার থেকে শান্তি লাভ করে।

৬০৬৪. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَّبِعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ، يَتَّبِعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ

৬০৬৪. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন : তিন জিনিস মৃত ব্যক্তির সাথী হয়। দু’টি তো ফিরে আসে, একটি তার সাথে থেকে যায়। সাথে গমন করে আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পদ এবং তার আমল। তার আত্মীয়-স্বজন ও ধন-সম্পদ ফিরে আসে। আর (সাথী হিসাবে) থেকে যায় শুধু তার আমল।

৬০৬৫. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ عُرِضَ عَلَى مَقْعَدِهِ غَدْوَةٌ وَعَشِيَّةٌ أَمَّا النَّارُ وَأَمَّا الْجَنَّةُ ، فَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى تُبْعَثَ إِلَيْهِ -

৬০৬৫. ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন : তোমাদের কারো মৃত্যুর পর সকাল-সন্ধ্যায় তার বাসস্থান জান্নাত কিংবা জাহান্নাম তার সামনে পেশ করা হয়, আর তাকে বলা হয়—এটাই তোমার বাসস্থান। পুনরুত্থানের পর এটাই হবে তোমার আবাস।

৬০৬৬. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا -

৬০৬৬. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন : তোমরা মৃত ব্যক্তিকে গালাগালি করো না। কেননা, তারা নিজেদের কৃতকর্মের (পরিণাম ফল লাভের স্থানে) পৌঁছে গেছে।

৪৩-অনুচ্ছেদ : শিকায় ফুৎকার। মুজাহিদ র. বলেন, সুর হলো শিংগাং। জায়রাতুন অর্থ মহানাদ। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, নাকুর অর্থ সুর। রাজফাতু অর্থ প্রথম ফুৎকার এবং রাদিফাহ অর্থ দ্বিতীয় ফুৎকার।

৬০৬৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَسْتَبَّ رَجُلَانِ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِي أَصْطَفَى مُحَمَّدًا ﷺ عَلَى الْعَالَمِينَ ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ وَالَّذِي أَصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ ، قَالَ فَغَضِبَ الْمُسْلِمُ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُودِيِّ فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْغَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَكُؤُنْ فِي أَوَّلِ مَنْ يَفِيقُ فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فَيَمَنْ صَغِقَ فَافْأَقَ قَبْلِي أَوْكَانَ مِمَّنْ أَسْتَنْتَى اللَّهَ -

৬০৬৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলমান ও ইহুদী দুই ব্যক্তি পরস্পরকে গালাগালি করলো। মুসলিম ব্যক্তি বললো, সেই সত্তার শপথ! যিনি মুহাম্মাদ স.-কে বিশ্ববাসীর ওপর সম্মানিত করেছেন। ইহুদী বললো, সেই সত্তার শপথ, যিনি মূসা আ.-কে বিশ্ববাসীর ওপর সম্মানিত করেছেন। রাবী বলেন, এ সময় মুসলিম ব্যক্তি রাগান্বিত হলো এবং ইহুদীর মুখে এক চড় মেরে দিল। অতপর ইহুদী রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে পৌঁছে তাঁর কাছে নিজের ঘটনা ও মুসলিম ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করলো। রসূলুল্লাহ স. বলেন : তোমরা আমাকে মূসা আ.-এর ওপর প্রাধান্য দিও না। কেননা কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ বেহুঁশ হয়ে পড়বে। আমিই প্রথমে হুঁশ ফিরে পেয়ে দেখবো, মূসা আ. আরশের কিনারা ধরে আছেন। আমি জানি না, যারা বেহুঁশ হয়েছিল তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন কিনা এবং আমার পূর্বেই তিনি হুঁশ ফিরে পেলেন কিনা অথবা আব্বাহ তাঁকে তাদের মধ্যে রেখেছিলেন যারা বেহুঁশ হয়নি।

৬০৬৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْعَقُ النَّاسُ حِينَ يَصْعَقُونَ فَاكُونَ أَوَّلَ مَنْ قَامَ فَإِذَا مُوسَى أَخَذَ بِالْعَرْشِ فَمَا أَدْرَى أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ ،

৬০৬৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন : বেহুঁশ হওয়ার সময় সমস্ত মানুষই (কিয়ামতের দিন) বেহুঁশ হয়ে পড়বে। তখন আমিই হবো প্রথম ব্যক্তি—যে দণ্ডায়মান হবে। তখন (আমি দেখতে পাব) মূসা আ. আল্লাহর আরশ ধরে আছেন। আমি জানি না, যারা বেহুঁশ হয়েছিল, তিনি তাদের মধ্যে ছিলেন কিনা ?

৪৪-অনুচ্ছেদ : কিয়ামতের দিন আল্লাহ পৃথিবীকে মুষ্টিবদ্ধ করবেন।

৬০৬৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ آيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ -

৬০৬৯. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন : আল্লাহ (কিয়ামতের দিন) সমস্ত পৃথিবী মুষ্টিবদ্ধ করবেন এবং আকাশ মণ্ডলী তাঁর ডান হাতে গুটিয়ে নিবেন। অতপর তিনি বলবেন, আমিই রাজাধিরাজ ; পৃথিবীর রাজা-বাদশাহগণ (আজ) কোথায় ?

৬০৭০. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَكُونُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً يَتَكَفَّأُهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ ، كَمَا يَكْفَأُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ نَزْلاً لِأَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَأَتَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَارَكَ الرَّحْمَنُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ أَلَا أُخْبِرُكَ بِنَزْلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ بَلَى قَالَ تَكُونُ الْأَرْضُ خُبْزَةً وَاحِدَةً كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْنَا ثُمَّ ضَحَكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكَ بِإِدَامِهِمْ بِالْأَمِّ وَنُونٍ . قَالُوا وَمَا هَذَا ؟ قَالَ ثُورٌ وَنُونٌ يَأْكُلُ مِنْ زَانِدَةٍ كَيْدِهِمَا سَبْعُونَ أَلْفًا -

৬০৭০. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন : সমগ্র পৃথিবী কিয়ামতের দিন একটি রুটির ন্যায় হবে ; আল্লাহ একে জান্নাতবাসীদের মেহমানদারীর জন্য তাঁর হাতে ধরে রাখবেন—যেমন তোমাদের কেউ সফরের সময় তার রুটি হাতে ধরে রাখে। এক ইহুদী এসে বললো, হে আবুল কাসেম ! রহমান (দয়াদান আল্লাহ) আপনাকে বরকত দান করুন : কিয়ামতের দিন জান্নাতবাসীর মেহমানদারি সম্পর্কে আপনাকে জানানো কি ? তিনি বলেন : হ্যাঁ। ইহুদী বললো, পৃথিবী একটা রুটির ন্যায় হবে, যেমন রসূলুল্লাহ স. বলেছিলেন। অতপর নবী স. আমাদের দিকে তাকিয়ে হেসে দিলেন, এমনকি তাঁর মাড়ির দাঁত প্রকাশিত হলো। তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে তাদের তরকারী সম্পর্কে বলবো ? তিনি বলেন : ‘বালাম’ ও ‘নুন’। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, তা কি বস্তু ? তিনি বললেন : ষাঁড় ও মাছ, এদের কলিজা সত্তর হাজার লোক খেতে পারবে।

৬০৭১. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ النَّقْيِ قَالَ سَهْلٌ أَوْ غَيْرُهُ لَيْسَ فِيهَا مَعْلَمٌ لِأَحَدٍ -

৬০৭১. সাহল ইবনে সা'দ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি : কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষকে একটি সাদা ধবধবে রুটির ন্যায় যমীনে একত্র করা হবে। সাহল রা. বা অন্য কেউ বলেছেন, উক্ত যমীনে কারও জন্য কোনো নির্দেশ চিহ্ন থাকবে না (অর্থাৎ কারও জন্য কোনো এলাকা চিনবার মতো কোনো পথচিহ্ন থাকবে না)।

৪৫-অনুচ্ছেদ : হাশরের মাঠ।

৬০৭২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى ثَلَاثَ طَرَائِقَ رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَارْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَعَشْرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَيُحْشَرُ بَقِيَّتُهُمُ النَّارَ تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا وَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا -

৬০৭২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন : কিয়ামতের দিন লোকদেরকে তিন দলে বিভক্ত করে একত্র করা হবে। একটি (আল্লাহর রহমতের) আশাবাদী এবং (আযাবের ভয়ে) ভীত লোকদের দল। দ্বিতীয় দলে সেসব লোক যাদের দু'জন থাকবে এক উটের ওপর, কোনো উটের ওপর তিনজন, কোনোটির ওপর চারজন আর কোনো উটের ওপর দশজন। অবশিষ্টরা (তৃতীয় দল) হবে সে সমস্ত লোক আগুন যাদের তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। তারা যেখানেই দুপুরের বিশ্রাম নিবে, আগুনও তাদের সাথে থাকবে। তারা যেখানে রাত্রিযাপন করবে আগুন তাদের সাথে রাত কাটাতে। যেখানে তাদের সকাল হবে, আগুন তাদের সাথে থাকবে। আর যেখানে তাদের সন্ধ্যা হবে, আগুনও তাদের সাথে অবস্থান করবে।

৬০৭৩. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ؟ قَالَ الْيَسْرَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى الرَّجْلَيْنِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يَمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ قَتَادَةُ بَلَى وَعِزَّةُ رَبَّنَا -

৬০৭৩. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর নবী ! কাফেরকে মুখে ভর করে কিরূপে হাজির করা হবে ? তিনি বলেন : যে মহান সত্তা দুনিয়াতে তাকে দু'পায়ে চলার শক্তি দিয়েছেন, কিয়ামতের দিন তিনি কি তাকে মুখে ভর করে হাঁটাতে পারবেন না ? কাতাদা র. বলেন, আমাদের রবের ইজ্জতের কসম ! অবশ্যই (তিনি পারবেন)।

৬০৭৪. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّكُمْ مَلَأَقُوا اللَّهَ حَقًّا عُرَاءَ مَشَاءَ غُرْلًا

৬০৭৪. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি : অবশ্যই তোমরা আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে—খালি পা, নগ্নদেহ, পদব্রজে এবং খাতনাহীন অবস্থায়।

৬০৭৫. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمُنْبَرِ يَقُولُ إِنَّكُمْ مَلَأَقُوا اللَّهَ حَقًّا عُرَاءَ غُرْلًا -

৬০৭৫. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে মিম্বরের উপর ভাষণদানরত অবস্থায় বলতে শুনেছি : অবশ্যই তোমরা আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে নগ্নপদে, নগ্নদেহে এবং খাতনাহীন অবস্থায়।

৬০৭৬. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَامَ فِينَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ : إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةٌ عُرَاةٌ غُرْلًا كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ الْآيَةَ، وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلَائِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمَ وَأَنَّهُ سَيَجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ فَاَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي فَيَقُولُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بِعَدِّكَ ، فَاَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا إِلَى قَوْلِهِ الْحَكِيمُ، فَيُقَالُ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ -

৬০৭৬. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. আমাদের মধ্যে ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। তিনি বলেন : নিশ্চয় (কিয়ামতের দিন) তোমাদেরকে নগ্নপদে, নগ্নদেহে এবং খাতনাহীন অবস্থায় হাজির করা হবে। (আল্লাহ বলেন :) “যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, একইভাবে আমি পুনরায় সৃষ্টি করবো”-সূরা আল আশ্বিয়া : ১০৪। কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম ইবরাহীম আ.-কে পোশাক পরানো হবে। আর বাঁ হাতে আমলনামা প্রাপ্ত আমার উম্মতের কতক ব্যক্তিকে হাজির করে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আমি আরয করবো : হে রব! এরা আমার আসহাবভুক্ত। আল্লাহ বলবেন : তুমি জানো না তোমার পরে এরা যে কি সব নতুন কথা আবিষ্কার করেছে। তখন আমি বলবো, যেমন পুণ্যবান বান্দা (ঈসা) বলবেন, “যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন তাদের কার্যকলাপের সাক্ষী ছিলাম ----- তুমিতো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়”-সূরা আল মায়েদা : ১১৭-১১৮। অতপর বলা হবে : নিশ্চয় সর্বদা এরা মুরতাদ হয়ে (দীন ইসলাম ত্যাগ করে) পূর্বাবস্থায় (কুফরীতে) ফিরে গেছে।

৬০৭৭. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحْشَرُونَ حُفَاةٌ عُرَاةٌ غُرْلًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ الْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يُهْمَّهُمْ ذَاكَ -

৬০৭৭. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন : নগ্নপদে, নগ্নদেহে এবং খাতনাহীন অবস্থায় মানুষকে জমায়েত করা হবে। আয়েশা রা. জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! নারী-পুরুষ কি একে অপরের দিকে তাকাবে? নবী স. বললেন : সময়টা এতই কঠিন হবে যে, মনে এ ধরনের কল্পনা আসার আদৌ কোনো অবকাশ থাকবে না।

৬০৭৮. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي قُبَّةٍ ، فَقَالَ أَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ نِجْلِ الْجَنَّةِ ؟ قُلْنَا نَعَمْ، قَالَ تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ نَبِيُّ نَفْسٍ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ إِلَّا كَشَعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَحْمَرِ -

৬০৭৮. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী স.-এর সাথে একটি তাঁবুতে ছিলাম। তিনি বললেন : তোমাদের সংখ্যা জান্নাতবাসীদের এক-চতুর্থাংশ হলে তোমরা খুশী হবে কি ?

আমরা বললাম, হাঁ। তিনি বললেন : তোমরা সন্তুষ্ট হবে কি যদি তোমাদের সংখ্যা জান্নাতবাসীদের এক-তৃতীয়াংশ হয় ? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি বললেন : তোমাদের সংখ্যা জান্নাতীদের অর্ধেক হলে তোমরা কি খুশি হবে ? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, সেই মহান সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মদের জান, আমি দৃঢ় আশা পোষণ করি যে, (সংখ্যার দিক দিয়ে) তোমরা জান্নাতবাসীদের অর্ধেক হবে। কারণ জান্নাতে কেবল মুসলমান ব্যক্তিই প্রবেশ করতে পারবে। আর মুশরিকদের তুলনায় তোমাদের অবস্থা হবে কালো বর্ণের গরুর চামড়ার একটি মাত্র সাদা চুলের ন্যায় অথবা লাল বর্ণের গরুর চামড়ায় একটি মাত্র কালো চুল সদৃশ।

৬০৭৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَتَرَأَى ذُرِّيَّتَهُ فَيَقَالُ هَذَا أَبُوكُمْ آدَمُ ، فَيَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، فَيَقُولُ أَخْرِجْ بَعَثْ جَهَنَّمَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ ، فَيَقُولُ يَارَبِّ كَمْ أَخْرِجُ ، فَيَقُولُ أَخْرِجْ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ - فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا أَخَذَ مِنَّا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةً وَتِسْعُونَ فَمَاذَا يَبْقَى مِنَّا ؟ قَالَ إِنَّ أُمَّتِي فِي الْأُمَمِ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ -

৬০৭৯. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন : কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আদম আ.-কে ডাকা হবে। তাঁর সন্তানগণ তাঁকে দেখতে পাবে। (তাদেরকে) বলা হবে—ইনিই তোমাদের পিতা আদম আ.। আদম আ. বলবেন : “লাব্বাইকা ওয়া সা’দাইকা”। আল্লাহ বলবেন : তোমার যেসব সন্তান জাহান্নামে পাঠানো হবে তাদেরকে পৃথক করো। তিনি বলবেন, হে আল্লাহ ! কি পরিমাণ পৃথক করবো ? আল্লাহ বলবেন : শতকরা নিরানব্বই জনকে। লোকেরা বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমাদের নিরানব্বইজনকেই পৃথক করা হলে আর বাকি থাকবে কে ? তিনি বলেন : অন্যান্য উম্মতের তুলনায় (সংখ্যানুপাতে) আমার উম্মত কালো গরুর গায়ে একটি সাদা চুল সদৃশ।

৪৬-অনুচ্ছেদ :

إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ -

“নিচয়ই কিয়ামতের কস্পন অতি ভয়ংকর বিষয়।”-সূরা আল হজ্জ : ১

أَزَفَتِ الْأَزْفَةُ -

“কিয়ামত আসন্ন।”-সূরা আন নাজম : ৫৭

اِفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ -

“কিয়ামত নিকটবর্তী হয়ে গেছে।”-সূরা আল কামার : ১

৬০৮০. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا آدَمُ ، فَيَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ ، قَالَ يَقُولُ أَخْرِجْ بَعَثْ النَّارَ ، قَالَ وَمَا بَعَثَ النَّارَ؟ قَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعِمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ ، فَذَلِكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ ، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا ، وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَى وَمَا هُمْ بِسُكَرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ - فَأُشْتُدُّ

ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّا ذَلِكِ الرَّجُلُ، قَالَ أَبْشِرُوا فَإِنَّ مِنْ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ
 أَلْفًا وَمِنْكُمْ رَجُلٌ، ثُمَّ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي فِي يَدِهِ إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ
 الْجَنَّةِ، قَالَ فَحَمِدْنَا اللَّهَ وَكَبَّرْنَا ، ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي فِي يَدِهِ إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا
 شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِنْ مَثَلَكُمْ فِي الْأُمَمِ كَمَثَلِ الشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ
 أَوْ كَالرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الْحِمَارِ -

৬০৮০. আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন, আল্লাহ তাআলা (কিয়ামতের দিন) ডাক
 দিবেন : হে আদম ! তিনি বলবেন : “লাব্বাইকা ওয়া সা’দাইকা ওয়ালা খায়রু ফী ইয়াদাইকা।”
 নবী স. বলেন : আল্লাহ বলবেন, জাহান্নামে নিক্ষেপ করার জন্য লোকদের বাছাই করো। আদম
 আ. বলবেন, কারা (কত সংখ্যক) জাহান্নামী ? আল্লাহ বলবেন : প্রতি হাজারে নয় শত
 নিরানব্বইজন। [নবী স. বলেন] এটা সে সময়ের অবস্থা যখন শিশু বৃদ্ধে পরিণত হবে, “প্রত্যেক
 গর্ভবতী স্বীয় গর্ভপাত করে দেবে, মানুষকে দেখবে নেশাগ্রস্ত, যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বরং
 আল্লাহর আযাবই হবে অতি কঠিন”-(সূরা আল হজ্জ : ২)। সাহাবাদের কাছে ব্যাপারটা বড়
 ভয়ংকর ও সংকটময় মনে হলো। তাঁরা আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমাদের মধ্য হতে
 (মুক্তিপ্রাপ্ত) সে লোকটি কে হবে ? তিনি বললেন : তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো ; ইয়াজুজ-মাজুযের
 এক হাজারের বিপরীতে তোমাদের হবে একজন। তিনি পুনরায় বলেন : সেই সত্তার কসম, যাঁর
 কজায় আমার প্রাণ—আমার দৃঢ় আশা যে, (সংখ্যানুপাতে) তোমরাই হবে জান্নাতবাসীদের এক-
 তৃতীয়াংশ। রাবী বলেন, আমরা ‘আলহামদুলিল্লাহ’ এবং ‘আল্লাহু আকবার’ বললাম। তিনি আবার
 বললেন : সেই সত্তার কসম : যাঁর হাতে আমার জান। আমার দৃঢ় আশা যে, তোমরাই হবে জান্নাতের
 অর্ধেক বাসিন্দা। অন্যান্য উম্মতের তুলনায় তোমাদের দৃষ্টান্ত কালো বর্ণের গরুর চামড়ায় যেন
 একটি মাত্র সাদা চুল অথবা গাধার সম্মুখ রানে যেন একটি শুভ্র দাগ বিশেষ।

৪৭-অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

“তারা কি মনে করে না যে, তারা মহাদিবসে পুনরুত্থিত হবে, মানুষ যেদিন বিশ্ব-প্রতিপালকের
 সামনে হাযির হবে”-সূরা মুতাফফিফীন : ৬। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, “তাদের মধ্যকার সমস্ত
 সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে”-সূরা আল বাকারা : ১৬৬ অর্থাৎ এসবের কার্যকারিতা শুধুমাত্র দুনিয়ার
 জীবনেই সীমাবদ্ধ।

৬০৮১. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, “মানুষ যেদিন রব্বুল আলামীনের সম্মুখে
 হাযির হবে”-সূরা মুতাফফিফীন : ৬ এর ব্যাখ্যায় বলেন : (সেদিন) মানুষ অর্ধ-কর্ণ পর্যন্ত ঘামে
 ডুবন্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকবে।

৬০৮২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَغْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَذْهَبَ عَرْقُهُمْ فِي الْأَرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاعًا وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ أَذُنُهُمْ -

৬০৮২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন : কিয়ামতের দিন মানুষ ঘামে ডুবে যাবে। তাদের ঘাম সত্তর গজ পরিমিত ভূমিতে ছড়িয়ে পড়বে। অধিকন্তু তা তাদের মুখ অবধি পৌঁছে কর্ণে প্রবেশ করবে।

৪৮-অনুচ্ছেদ : কিয়ামতের দিন কিসাস (প্রতিশোধ), যা হলো অবশ্যজ্ঞাবী, কারণ তা হবে সত্য এবং প্রতিদান দেয়ার স্থান।

৬০৮৩. عَنْ شَقِيقٍ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ بِالْدِّمَاءِ -

৬০৮৩. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন : কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নর হত্যার বিচার করা হবে।

৬০৮৪. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ ثُمَّ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ -

৬০৮৪. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন : কোনো ব্যক্তি তার ভাইয়ের উপর যুলুম করে থাকলে সে যেন তার কাছে মাফ চেয়ে নেয়। যখন (ময়লুম) ভাইয়ের পক্ষে তার নেকীর অংশ কেটে নেয়া হবে, কিন্তু যদি নেকী তার (জালিমের) কাছে মওজুদ না থাকে, তবে তার (ময়লুম) ভাইয়ের গুনাহ কেটে এনে এর (জালিম) সাথে যোগ করা হবে। কেননা সেদিন দীনার-দিরহামের আদান-প্রদান চলবে না।

৬০৮৫. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْلُصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيَقَاصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضِ مَظَالِمِ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا هُذِبُوا وَنُقُوا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ فَوَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَأَحَدُهُمْ أَهْدَى بِمَنْزِلَةٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلَةٍ كَانَ فِي الدُّنْيَا -

৬০৮৫. আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন : (জাহান্নামের) আগুন থেকে মুক্তি পাওয়ার পর মুমিনদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে অবস্থিত একটি পুলের উপর এনে দাঁড় করানো হবে। তথায় তাদের দুনিয়াতে একে অপরের প্রতি কৃত অন্যায়-অবিচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। শেষে তারা পাক-পবিত্র হয়ে গেলে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মদের জীবন! প্রত্যেক ব্যক্তি তার জান্নাতের বাড়ী দুনিয়ার বাড়ীর চেয়েও উত্তমরূপে চিনতে সক্ষম হবে।

৪৯-অনুচ্ছেদ : যার হিসেব যাচাই করা হবে সে শান্তি প্রাপ্ত হবে।

৬০৮৬. عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عَذَّبَ قَالَتْ قُلْتُ أَلَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا قَالَ ذَلِكَ الْعَرَضُ -

৬০৮৬. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন : যার হিসেব যাচাই করা হবে, সে শান্তিপ্রাপ্ত হবে। আয়েশা রা. বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ কি বলেননি “শীঘ্র সহজেই হিসাব নেয়া হবে ?”-সূরা ইনশিকাক : ৮। রসূলুল্লাহ স. বলেন : সেটা তো শুধু নামেমাত্র পেশ করা।

৬০৮৭. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا هَلَكَ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ فَمَا مَنَ أُوتِيَ كِتَابَهُ يَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا ذَلِكَ الْعَرَضُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا يُنَاقَشُ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا عَذِبَ -

৬০৮৭. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন : কিয়ামতের দিন যার হিসাব নেয়া হবে, তার ধ্বংস অনিবার্য। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আল্লাহ তাআলা কি বলেননি, “অতপর যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে তার হিসাব হবে সহজতর”-সূরা ইনশিকাক : ৮। রসূলুল্লাহ স. বলেন, সেটা তো হিসাব পেশ করা মাত্র (যথার্থ হিসাব নয়)। কিয়ামতের দিন যার হিসাব যাচাই করা হবে, আযাব তার জন্য অবধারিত।

৬০৮৮. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ : يُجَاءُ بِالْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِلءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا أَكُنْتَ تَفْتَنِي بِهِ ؟ فَيَقُولُ نَعَمْ ، فَيُقَالُ لَهُ قَدْ كُنْتَ سَأَلْتَ مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَلِكَ -

৬০৮৮. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন : কিয়ামতের দিন কাফের ব্যক্তিকে হাযির করে বলা হবে, যদি তোমার কাছে পৃথিবী ভর্তি স্বর্ণ থাকলে তুমি কি (আযাব থেকে) পরিত্রাণ লাভের বিনিময়স্বরূপ তা দিয়ে দিতে ? সে বলবে, হ্যাঁ। তাকে বলা হবে, তোমার কাছে এর চেয়েও অনেক ক্ষুদ্রতর বা সহজতর বস্তুই চাওয়া হয়েছিল।

৬০৮৯. عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيَكْلُمُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ بَيْنَ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانُ ، ثُمَّ يَنْظُرُ فَلَا يَرَى شَيْئًا قُدَّامَهُ، ثُمَّ يَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ -

৬০৮৯. عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اتَّقُوا النَّارَ ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ ، ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ، ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ ثَلَاثًا، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ

৬০৮৯. আদী ইবনে হাতেম রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রত্যেকের সাথে সরাসরি কথা বলবেন, আল্লাহ এবং বান্দার মাঝে কোনো দোভাষী থাকবে না। অতপর সে সামনের দিকে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পাবে না। সে পুনরায় সম্মুখে তাকাবে, এবার জাহান্নাম তাঁর সামনে হাযির হবে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আগুন থেকে বাঁচতে চায়, সে যেন এক টুকরো খেজুরের বিনিময়ে হলেও তা থেকে বাঁচার চেষ্টা করে।

অপর এক সূত্রে আদী ইবনে হাতেম রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন : তোমরা আগুন থেকে বাঁচো। অতপর তিনি চেহারা মোবারক ফিরিয়ে নিলেন। তিনি পুনরায় বললেন : আগুন থেকে তোমরা আত্মরক্ষা করো। আবার তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তিনি তিনবার এরূপ করলেন। শেষে আমরা ধারণা করতে লাগলাম, তিনি যেন তা প্রত্যক্ষ করছেন। তিনি পুনরায় বললেন : এক টুকরো খেজুর দ্বারা হলেও তোমরা আগুন থেকে বাঁচো। যদি কারো পক্ষে তাও না জোটে, তবে সে যেন উত্তম কথার সাহায্যে হলেও (আগুন থেকে বাঁচে)।

৫০-অনুচ্ছেদ : সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

৬০৯০. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ عُرِضَتْ عَلَى الْأُمَمِ ، فَاجِدُ النَّبِيِّ يَمُرُّ مَعَهُ الْأُمَّةُ ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ النَّفَرُ ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الْعَشْرَةُ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الْخَمْسَةُ ، وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ وَحْدَهُ ، وَتَنْظُرُ فَإِذَا سَوَادٌ كَبِيرٌ ، قُلْتُ يَا جِبْرِيلُ هَؤُلَاءِ أُمَّتِي؟ قَالَ لَا وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْأَفْقِ ، فَتَنْظُرُ فَإِذَا سَوَادٌ كَبِيرٌ هَؤُلَاءِ أُمَّتُكَ وَهَؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا قَدَّمَاهُمْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ ، قُلْتُ وَلِمَ؟ قَالَ كَانُوا لَا يَكْتُوبُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فَقَامَ إِلَيْهِ عُكَّاشَةُ ابْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ لِي مِنْهُمْ ، قَالَ اللَّهُ أَجْعَلُهُ مِنْهُمْ ، ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ آخَرٌ قَالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ لِي مِنْهُمْ فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ -

৬০৯০. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন : আমার সামনে বিভিন্ন উম্মতকে পেশ করা হলো। কোনো নবীর সাথে বিরাট জামাত, কারো সাথে অপেক্ষাকৃত ছোট দল, কোনো নবীর সাথে দশজন, কারো সাথে পাঁচজন আর কোনো নবী চলছেন সাথীহন একাকী। এরপর তাকাতেই এক বিরাট জামাতের ওপর আমার দৃষ্টি পড়লো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল! এরাই কি আমার উম্মত? জিবরাঈল আ. বলেন, না, বরং দিগন্তপানে চেয়ে দেখুন। তাকিয়ে দেখলাম এক বিরাট জামাত। তিনি বললেন : এরা হলো আপনার উম্মত। তাদের অগ্রবর্তী সত্তর হাজার লোকের কোনো হিসাব হবে না এবং কোনো আযাবও হবে না। আমি বললাম : কেন? জিবরাঈল বললেন : তারা শরীরে দাগ দিতো না, ঝাড়-ফুক করতো না, শুভাশুভ লক্ষণ নির্ণয় করতো না, তারা ছিল আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসাকারী। উক্বাশা ইবনে মিহসান রা. দাঁড়িয়ে আরশ করলেন, দো'আ করুন আল্লাহ যেন আমাকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। নবী স. বললেন : হে আল্লাহ! একে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। অতপর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আবেদন করলো : দো'আ করুন আল্লাহ যেন আমাকেও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। নবী স. বললেন, উক্বাশা তোমার অগ্রবর্তী হয়ে গেছে।

৬০৯১. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ وَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا تَضِيئُ وَجُوهُهُمْ إِضَاءَةُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَرِّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيُّ يَرْفَعُ نَمْرَةً عَلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ لِي مِنْهُمْ ، فَقَالَ اللَّهُ أَجْعَلُهُ مِنْهُمْ ، ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ لِي مِنْهُمْ ، فَقَالَ سَبَقَكَ عُكَّاشَةُ -

৬০৯১. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের একদল লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা সংখ্যায় হবে সত্তর হাজার। তাদের চেহারা হবে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল। আবু হুরাইরা রা. বলেন, উক্বাশা ইবনে মিহসান আল-আসাদী রা. চাদর মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে আবেদন করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! দো'আ করুন, আল্লাহ যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন : হে আল্লাহ ! একে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। অতপর এক আনসারী ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! দো'আ করুন, আল্লাহ আমাকেও যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন : উক্বাশা তোমাকে ছাড়িয়ে গেছে।

৬০৯২. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا أَوْ سَبْعُمِائَةِ أَلْفٍ شَكٌّ فِي أَحَدِهِمَا مُتَمَسِكِينَ أَخَذَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ حَتَّى يَدْخُلَ أَوْلَهُمْ وَآخِرُهُمُ الْجَنَّةَ وَوُجُوهُهُمْ عَلَى ضَوْءِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ -

৬০৯২. সাহল ইবনে সা'দ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন : আমার উম্মতের সত্তর হাজার অথবা সাত লাখ লোক একে অপরের হাত ধরে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এভাবে তাদের প্রথম ও শেষ ব্যক্তি সবাই জান্নাতে দাখিল হবে। তাদের চেহারা হবে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল।

৬০৯৩. عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُومُ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ يَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ خُلُودٌ -

৬০৯৩. ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন : জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে আর জাহান্নামীরাও জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তখন তাদের মধ্যখানে জনৈক ঘোষণাকারী দাঁড়িয়ে ঘোষণা করবে : হে জাহান্নামীরা ! এখানে মৃত্যু নেই, হে জান্নাতবাসীরা ! এখানে মৃত্যু নেই, অনন্তকাল তোমরা স্ব-স্ব স্থানে থাকবে।

৬০৯৪. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَالُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ وَلِأَهْلِ النَّارِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ -

৬০৯৪. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন : জান্নাতীদের উদ্দেশে বলা হবে, হে জান্নাতবাসীগণ ! মৃত্যু নেই, অনন্তকাল তোমরা এখানে থাকবে। অনুরূপ জাহান্নামীদেরও বলা হবে, হে জাহান্নামীরা ! মৃত্যু নেই, অনন্তকাল এখানেই তোমাদের থাকতে হবে।

৫১-অনুচ্ছেদ : জান্নাত-জাহান্নামের বর্ণনা। আবু সাঈদ রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন : জান্নাতীরা সর্বপ্রথম যে খাবার খাবে সেটা হবে মাছের কলিজা।

৬০৯৫. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ -

৬০৯৫. ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন : আমি জান্নাতে উঁকি দিয়ে দেখলাম যে, তথাকার অধিকাংশ বাসিন্দাই দরিদ্র লোক এবং জাহান্নামে উঁকি দিয়ে দেখলাম যে, সেখানকার অধিকাংশ বাসিন্দাই মহিলা।

৬০৯৬. عَنْ أُسَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَكَانَ عَامَةً مِّنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ وَأَصْحَابُ الْجِدِّ مَحْبُوسُونَ غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَةً مِّنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ -

৬০৯৬. উসামা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়লাম। তথায় প্রবেশকারীদের অধিকাংশই দরিদ্র লোক। আর ধনী ব্যক্তিরা আটক রয়েছে। কিন্তু জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে নিষ্ক্ষেপ করার হুকুম দেয়া হয়েছে। অতপর আমি জাহান্নামের দরজায় দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলাম যে, তথায় প্রবেশকারীদের বেশীর ভাগই হলো নারী।

৬০৯৭. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ جَاءَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُذْبَحُ ثُمَّ يُنَادِي مُنَادِيًا أَهْلُ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ يَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ فَيَزِدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ، وَيَزِدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ -

৬০৯৭. ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন : জান্নাতবাসীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করার পর মৃত্যুকে হাজির করে জান্নাত-জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে রাখা হবে এবং তাকে জবাই করা হবে। অতপর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে, হে জান্নাতবাসীগণ ! এখানে কোনো মৃত্যু নেই, হে জাহান্নামীরা! এখানে কোনো মৃত্যু নেই। এতে জান্নাতীদের আনন্দ আরো অধিক বেড়ে যাবে। অপরদিকে জাহান্নামীদের দুশ্চিন্তার মাত্রাও অত্যধিক বৃদ্ধি পাবে।

৬০৯৮. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ يَقُولُونَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، فَيَقُولُ هَلْ رَضِيتُمْ، فَيَقُولُونَ وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ أُعْطِينَا مَا لَمْ تَعْطِ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ فَيَقُولُ فَأَنَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالُوا يَارَبِّ وَآيُ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، فَيَقُولُ أَحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا -

৬০৯৮. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন : জান্নাতবাসীদের লক্ষ্য করে আল্লাহ তাআলা বলবেন : হে জান্নাতবাসীগণ ! তারা বলবে, 'লাব্বাইকা রাক্বানা ওয়া সা'দাইকা।' আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট? তারা উত্তর দেবে, কেন সন্তুষ্ট হবো না; আপনি আমাদেরকে এমন জিনিস দান করেছেন যা আপনার সৃষ্টিজগতের অন্য কাউকে দান করেননি। তিনি বলবেন : আমি এর চেয়েও উত্তম জিনিস তোমাদের দান করবো। তারা বলবে : হে রব ! এরচেয়ে উত্তম বস্তু আর কি হতে পারে? অতপর আল্লাহ বলবেন : আমি তোমাদের ওপর আমার সন্তুষ্টি নাযিল করলাম, তোমাদের ওপর আর কখনো অসন্তুষ্টি হবো না।

৬০৯৯. عَنْ أَنَسٍ يَقُولُ أَصِيبَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ غُلَامٌ فَجَاءَتْ أُمُّهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَرَفْتُ مَنْزِلَةَ حَارِثَةَ مِنِّي ، فَإِنْ يَكُ فِي الْجَنَّةِ أَصِيبُ وَأَحْتَسِبُ وَإِنْ تَكِ الْآخَرَى تَرَمًا أَصْنَعُ فَقَالَ وَيْحَكَ أَوْهَيْلَتْ أَوْ جَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ إِنَّهَا جَنَّاتٌ كَثِيرَةٌ وَأَنَّ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ -

৬০৯৯. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদরের যুদ্ধে হারিছাহ শহীদ হলো। সে ছিল কম বয়সী বালক। তার মা নবী স.-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরজ করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি জানেন—আমার অন্তরে হারিছাহ যে কি মহব্বত। যদি সে জান্নাতী হয়ে থাকে তবে আমি সবর করবো এবং সওয়াবের আশা করবো। আর যদি তার স্থান অন্যত্র হয় তবে আপনি দেখবেন আমি কি করি। নবী স. বললেন : তোমার ধ্বংস হোক! তুমি কি জ্ঞানহারা, জান্নাত কি একটাই? অনেক জান্নাত তোমার ছেলের হবে। সে জান্নাতুল ফেরদাউসের বাসিন্দা।

৬১০০. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا بَيْنَ مَنْكَبِي الْكَافِرِ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِلرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ. وَقَالَ اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادَ الْمُضْمَرَّ السَّرِيعُ مِائَةَ عَامٍ مَا يَقْطَعُهَا -

৬১০০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন : কাফেরের এক কাঁধ থেকে অপর কাঁধের দূরত্ব হবে দ্রুতগামী অশ্বারোহীর তিন দিনের পথের সমান।

৬১০০(ক)। সাহল ইবনে সা'দ রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন : জান্নাতের একটি বৃক্ষের ছায়ায় কোনো অশ্বারোহী এক শত বছর পর্যন্ত সফর করেও তা শেষ করতে পারবে না।

৬১০০(খ)। আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন : জান্নাতে একটি গাছ আছে, যা স্মৃতিবাজ, দ্রুতগামী অশ্বারোহী এক শত বছর পর্যন্ত সফর করেও তা অতিক্রম করতে পারবে না।

৬১০১. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَوْ سَبْعُمِائَةَ أَلْفٍ لَا يَذَرِي أَبُو حَازِمٍ أَيَّهُمَا قَالَ مُتَمَاسِكُونَ أَخَذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لَا يَدْخُلُ أُولَهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ وَجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ.

৬১০১. সাহল ইবনে সা'দ রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন : আমার উম্মতের সত্তর হাজার অথবা সাত লাখ লোক পরস্পরের হাত ধরে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের শেষ ব্যক্তি প্রবেশ না করা পর্যন্ত তাদের প্রথম ব্যক্তি প্রবেশ করবে না। তাদের চেহারা হবে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় দীপ্তিমান।

৬১০২. عَنْ سَهْلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءُونَ الْغُرَفَ فِي الْجَنَّةِ كَمَا تَرَأَوْنَ الْكُوكَبَ فِي السَّمَاءِ قَالَ أَبِي فَحَدَّثْتُ النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عِيَّاشٍ فَقَالَ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ يُحَدِّثُ وَيَزِيدُ فِيهِ كَمَا تَرَأَوْنَ الْكُوكَبَ الْغَارِبَ فِي الْأَفْقِ الشَّرْقِيِّ وَالْغُرَبِيِّ -

৬১০২. সাহল রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন : জান্নাতের বাসিন্দাগণ জান্নাতের সুউচ্চ বালাখানাসমূহ দেখতে পাবে, যেমন তোমরা উর্ধ্বাকাশে তারকারাজি দেখতে পাও। একই হাদীসে আবু সাঈদ রা.-এর বর্ণনায় আরো আছে, যেসকল তোমরা পূর্ব-পশ্চিম দিগন্তে চকচকে তারকা দেখতে পাও।

৬১০৩. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ لَأَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ؟ فَيَقُولُ نَعَمْ، فَيَقُولُ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا فَايْتَهُ إِلَّا أَنْ تُشْرِكَ بِي

৬১০৩. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন সর্বাধিক হালকা শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বলবেন : যদি পৃথিবী পরিমাণ সম্পদ তোমার থাকতো, তবে কি তুমি সে সমুদয়ের বিনিময়ে এ আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করত? সে বলবে, হ্যাঁ। আল্লাহ বলবেন : তুমি আদমের মেরুদণ্ডে থাকাকালেই তোমাকে এর চেয়েও সহজ বিষয়ের হুকুম করেছিলাম যে, “আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না।” কিন্তু তুমি তা অমান্য করেছ এবং আমার সাথে শরীক করেছ।

৬১০৪. عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ كَانَهُمُ النَّعَارِيرُ، قُلْتُ مَا النَّعَارِيرُ؟ قَالَ الضَّغَابِيرُ وَكَانَ قَدْ سَقَطَ فَمَهُ فَقُلْتُ لِعَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ، أَبَا مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يَخْرُجُ بِالشَّفَاعَةِ مِنَ النَّارِ، قَالَ نَعَمْ -

৬১০৪. জাবের রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, শাফায়াতের দ্বারা লোকদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে, তারা যেন সাআরীর ঘাস। আমি বললাম, সাআরীর কি? তিনি বললেন, ধাগাবীচ, (কচি ঘাস) আর সে সময় (আমরের) মুখের দাঁত পড়ে গিয়েছিল। তারপর আমি আমার বিন দীনারকে জিজ্ঞেস করলাম—হে আবু মুহাম্মদ! আপনি কি জাবেরকে বর্ণনা করতে শুনেছেন যে, নবী স. বলেছেন, শাফায়াতের দ্বারা জাহান্নাম থেকে লোকদের বের করা হবে। তিনি বললেন, হ্যাঁ।

৬১০৫. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَا مَسَّهُمْ مِنْهَا سَفَعٌ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيَسْمِيَهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَهَنَّمِيِّينَ -

৬১০৫. আনাস ইবনে মালেক রা. বর্ণিত। নবী স. বলেন, জাহান্নামের আগুন থেকে একদল লোককে বের করা হবে, আগুনে তাদের শরীরে (সাদা) দাগ পড়ে গেছে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর জান্নাতীগণ তাদেরকে জাহান্নামীই নামকরণ করবে।

৬১০৬. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ يَقُولُ اللَّهُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرَجُوهُ فَيُخْرَجُونَ وَقَدْ امْتَحَشُوا وَعَادُوا حُمَمًا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حِمْلٍ السَّيْلِ أَوْ قَالَ حَمِيَّةٍ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّهَا تَنْبُتُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً -

৬১০৬. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, যখন জান্নাতীগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে পৌছবে, তখন আব্বাহ তাআলা বলবেন, যাদের অন্তরে সরিষার বীজ পরিমাণ ঈমান ছিল তাদেরকে (জাহান্নাম থেকে) বের করো। অতএব তাদের বের করা হবে। তারা জ্বলে-পুড়ে অঙ্গারে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। তারপর তাদেরকে জীবন-নদীতে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা সজীব হয়ে উঠবে যেমনিভাবে বৃষ্টির পানি প্রবাহের আশেপাশে বীজ গজিয়ে উঠে। তারপর নবী স. বললেন, তোমরা কি দেখো না যে, সেগুলো হলদে হয়ে আঁকাবাঁকা হয়ে উঠতে থাকে।

৬১০৭. عَنْ النُّعْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ أَهْلَ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ تَوَضَّعَ فِي أَحْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَةً يَغْلِي مِنْهَا دِمَاعُهُ -

৬১০৭. নোমান রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি, জাহান্নামবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে হালকা আযাব কিয়ামতের দিনে ঐ ব্যক্তির হবে, যার দু'পায়ের তালুর নিচে জ্বলন্ত অঙ্গার রাখা হবে, এতে তার মাথার মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে।

৬১০৮. عَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ أَهْلَ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ عَلَى أَحْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاعُهُ كَمَا يَغْلِي الْمَرْجُلُ بِالْقَمَقْمِ -

৬১০৮. নোমান ইবনে বাশীর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্যে সবচেয়ে লঘু শাস্তি হবে ঐ ব্যক্তির যার দু' পায়ের তলায় দু'টি প্রজ্জ্বলিত অঙ্গার রাখা হবে, তাতে তার মাথার মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে, যেমনিভাবে তামার পাত্রে কাঁচ টগবগ করে ফুটতে থাকে।

৬১০৯. عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ النَّارَ فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ وَتَعَوَّذَ مِنْهَا ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ -

৬১০৯. আদী ইবনে হাতেম রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. জাহান্নামের উল্লেখ করলেন এবং তাঁর চেহারা ফিরিয়ে নিলেন এবং তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। তিনি আবার জাহান্নামের উল্লেখ করলেন এবং তার চেহারা ফিরিয়ে নিলেন ও তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। অতপর বললেনঃ এক টুকরো খুরমা দিয়ে হলেও তোমরা জাহান্নাম থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করো, যদি এতেও অক্ষম হও, তবে উত্তম কথা দ্বারা।

৬১১০. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَذَكَرَ عِنْدَهُ عُمَةُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجْعَلُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبِيهِ تَغْلِي مِنْهُ أُمِّ دِمَاعِهِ -

৬১১০. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে শুনেছেন অথবা তাঁর কাছে তাঁর চাচা আবু তালিবের উল্লেখ করা হলে তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত হয়তবা তার উপকারে আসবে, তাকে জাহান্নামের গভীর অগ্নিতে রাখা হবে, যা তার পায়ের গিরা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে, তাতে তার মাথার মগয টগবগ করে ফুটতে থাকবে।

৬১১১. عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ لَوْ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ ، فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّنَا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ ، ائْتُوا نُوحًا أَوَّلَ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللَّهُ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ ، ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ الَّذِي اتَّخَذَهُ اللَّهُ خَلِيلًا فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ ائْتُوا مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ اللَّهُ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ ائْتُوا عِيسَى فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ ، ائْتُوا مُحَمَّدًا ﷺ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَأْتُونِي فَاسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُقَالُ لِي ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَ وَقُلْ تُسْمَعْ ، وَاشْفَعْ تُشْفَعْ ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي ، فَاحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يَعْلَمُنِي ، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحْدِلُنِي حَدًّا ثُمَّ أَخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ ، فَادْخُلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُوذُ فَأَقْعُ سَاجِدًا مِثْلَهُ فِي النَّالِيَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ حَتَّى مَابَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مِنْ حَبْسَةِ الْقُرْآنِ ، وَكَانَ قَتَادَةَ يَقُولُ عِنْدَ هَذَا أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِمُ الْخُلُودُ -

৬১১১. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেনঃ আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন সকল মানুষদেরকে একত্র করবেন। তখন তারা বলবে, আমরা যদি আমাদের পরওয়ারদিগারের

কাছে সুপারিশ করার জন্য কোনো সুপারিশকারীর সন্ধান করতাম, যাতে আমাদের এ কঠিন অবস্থা থেকে নিস্তার পাওয়া যেত। তারপর তারা আদম আ.-এর কাছে আসবে এবং তাঁকে বলবেঃ আপনি তো সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তাআলা নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন, আপনার মধ্যে তাঁর সৃষ্ট রূহ থেকে ফুঁকে দিয়েছেন এবং ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলে তারা আপনাকে সিজদা করেন। তাই আপনি আমাদের পরওয়ারদিগারের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। তিনি বলবেন, আমি এর যোগ্য নই। তিনি তাঁর অপরাধের কথা উল্লেখ করে বলবেন, তোমরা নূহের কাছে যাও, যাকে আল্লাহ তাআলা প্রথম রসূল করে পাঠিয়েছিলেন। তখন তারা তাঁর কাছে আসবে। তিনিও বলবেন, আমি এর যোগ্য নই। তিনিও তাঁর অপরাধের কথা উল্লেখ করে বলবেন, তোমরা ইবরাহীমের কাছে যাও, যাকে আল্লাহ তাআলা খলীল হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তখন তারা তাঁর কাছে আসবে। তিনিও বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের যোগ্য নই। তিনিও তাঁর অপরাধের কথা উল্লেখ করে বলবেন, তোমরা মূসার কাছে যাও, যার সাথে আল্লাহ তাআলা (সরাসরি) কথা বলেছেন। তখন তারা তাঁর কাছে আসবে। তিনি বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের যোগ্য নই। তিনি তাঁর অপরাধের কথা উল্লেখ করে বলবেন, তোমরা ঈসার কাছে যাও। তারা তাঁর কাছে যাবে। তিনিও বলবেন, আমি এ কাজের যোগ্য নই। তোমরা মুহাম্মদ স.-এর কাছে যাও, কেননা তাঁর পূর্বের ও পরের সকল ক্রটি ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। তখন তারা আমার কাছে আসবে এবং আমি (সুপারিশ করার জন্য) আমার রবের কাছে অনুমতি চাইব। যখন আমি তাঁর দর্শন লাভ করবো আমি সিজদায় অবনত হবো। তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত মর্জি করেন আমাকে (সিজদার অবস্থায়) রাখবেন। তারপর আমাকে বলা হবে, তুমি মাথা উঠাও এবং চাও, তোমার চাহিদা পূরণ করা হবে এবং বলো, তোমার কথা শুনা হবে, তুমি সুপারিশ করো, তা গ্রহণযোগ্য হবে। তখন আমি মাথা উঠবো, অতপর আমার রবের প্রশংসা করবো যে প্রশংসা তিনি আমাকে শিখিয়ে দিবেন। তারপর আমি সুপারিশ করবো, তিনি আমার জন্য একটি সীমা নির্ধারণ করে দিবেন। তারপর আমি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। অতপর ফিরে এসে আমি পূর্বের ন্যায় সিজদায় পড়বো। (এভাবে) তৃতীয়বার। রাবী বলেন, অথবা তিনি বলেছেন, চতুর্থবার। কুরআন যাদেরকে আবদ্ধ করে রেখেছে তারা ভিন্ন আর কেউ জাহান্নামে অবশিষ্ট থাকবে না।

৬১১২- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُخْرَجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَيُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّينَ -

৬১১২. ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, জাহান্নাম থেকে একদল লোককে মুহাম্মদ স.-এর শাফায়াতে বের করা হবে, অতপর তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তাদেরকে জাহান্নামী নামকরণ করা হবে।

৬১১৩- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُمَّ حَارِثَةَ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ هَلَكَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدْرٍ أَصَابَهُ سَهْمٌ غَائِبٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْتُ مَوْقِعَ حَارِثَةَ مِنْ قَلْبِي ، فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ لَمْ أَبْكِ عَلَيْهِ وَ إِلَّا سَوْفَ تَرَى مَا أَصْنَعُ ، فَقَالَ لَهَا هَبْلَتْ أَجَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ أُمَّ جِنَانٌ كَثِيرَةٌ ، وَإِنَّهُ لَفِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى ، وَقَالَ غَدَوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَقَابٌ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ أَوْ مَوْضِعٌ قَدِمَ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَلَوْ

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لِأَضَاءِ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَاتِ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا وَلَنَصِيفُهَا يَعْنِي الْخِمَارَ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا -

৬১১৩. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। অদৃশ্য তীরের আঘাতে হারিসা রা. বদরের যুদ্ধে শহীদ হলে উম্মে হারিসা রা. রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে আসলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! হারিসার সাথে আমার অন্তরের যে নিবিড় সম্পর্ক তা আপনি অবশ্যই উপলব্ধি করেন। সে যদি জান্নাতে থাকে আমি তার জন্য কান্নাকাটি করবো না, অন্যথায় আমি যে কি করি আপনি দেখবেন। তিনি তাকে বললেন, তুমি কি জ্ঞানহারা হয়ে গেলে? জান্নাত কি শুধুমাত্র একটা? জান্নাত তো অনেক, আর সে তো নিশ্চয়ই সর্বোচ্চ ফেরদাউসে। তিনি আরো বললেন, আল্লাহর পথে এক সকাল ও এক বিকাল নিজেকে নিয়োজিত রাখা, পৃথিবী ও তার মধ্যকার সবকিছু থেকে উত্তম। জান্নাতে তোমাদের কারো একটি ধনুক পরিমাণ বা পা রাখার জায়গা পরিমাণ স্থান পৃথিবী ও তার মধ্যকার সবকিছু থেকে উত্তম। আর জান্নাতের কোনো রমণী যদি পৃথিবীর দিকে উঁকিমেরে দেখতো তাহলে পৃথিবী ও তার মধ্যবর্তী স্থান আলোতে উজ্জ্বল হয়ে যেত এবং খুশবুতে ভরে যেত। আর তার ওড়না পৃথিবী ও তার মধ্যকার সবকিছু থেকে উত্তম।

٦١١٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ الْجَنَّةَ إِلَّا أَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ لِيَزِدَادُ شُكْرًا وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ إِلَّا أَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةٌ -

৬১১৪. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, যে ব্যক্তিই জান্নাতে প্রবেশ করবে, অপরাধ করলে জাহান্নামে তার স্থান কোথায় হতো, তা তাকে দেখানো হবে, যাতে সে অধিক শোকরগুজারি করে। আবার যে কোনো জাহান্নামে প্রবেশকারী ব্যক্তিকে, ভাল কাজ করলে জান্নাতে তার স্থান কোথায় হতো তা দেখানো হবে, যেন তার আফসোস হয়।

٦١١٥- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسَ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَقَالَ لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّ لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَوَّلَ مِنْكَ لَمَّا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسَ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَبْلِ نَفْسِهِ -

৬১১৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! কিয়ামতের দিন আপনার শাফায়াতে কে অধিক ভাগ্যবান হবে? তিনি বলেন, হে আবু হুরাইরা! হাদীসের প্রতি তোমার আগ্রহ দেখে আমি ধারণা করছি তোমার পূর্বে আর কেউ এ বিষয়ে আমার কাছে জিজ্ঞেস করবে না। কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াতে অধিক ভাগ্যবান হবে সে ব্যক্তি, যে আন্তরিকতা সহকারে একনিষ্ঠভাবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে।

٦١١٦- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبُوءًا ، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ اإِذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ

فَيَاتِيهَا فَيُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلَأَى ، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلَأَى ، فَيَقُولُ اذْهَبْ
فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَاتِيهَا فَيُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلَأَى فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلَأَى
فَيَقُولُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشْرَةَ امْتَالِهَا أَوْ إِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشْرَةِ
امْتَالِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ أَتَسْخَرُ مِنِّي أَوْ تَضْحَكُ مِنِّي وَأَنْتَ الْمَلِكُ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ وَكَانَ يُقَالُ ذَلِكَ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً -

৬১১৬. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, আমি অবশ্যই জানি, যে ব্যক্তি সব শেষে জাহান্নাম থেকে বেরুবে এবং সবশেষে জান্নাতে যাবে। সে হামাগুড়ি দিয়ে জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসবে। আল্লাহ তাকে বলবেন, যাও জান্নাতে প্রবেশ করো, সে জান্নাতের কাছে আসবে এবং তার কাছে জান্নাত পরিপূর্ণ মনে হবে। সে ফিরে এসে বলবে, হে পরওয়ারদিগার! আমি জান্নাতকে পরিপূর্ণ পেয়েছি। তিনি বলেন, যাও জান্নাতে প্রবেশ করো। পুনরায় সে আসবে এবং তার মনে হবে, জান্নাত পরিপূর্ণ। সে ফিরে এসে বলবে, ইয়া রব! আমি একে পরিপূর্ণ পেয়েছি। তিনি বলবেন, যাও জান্নাতে প্রবেশ করো, সেখানে তোমার জন্য দুনিয়ার সমান এবং তারা আরো দশ গুণ অথবা তোমার জন্য দুনিয়ার দশ গুণ জায়গা ওখানে হবে। সে বলবে, আপনি কি আমার সাথে হাসি-ঠাট্টা করছেন, কৌতুক করছেন? আপনিই তো রাজাধিরাজ। এ সময় আমি রসূলুল্লাহ স.-কে হাসতে দেখলাম এবং তাতে তাঁর মাড়ির দাঁত প্রকাশ পেল। বলা হয়, এটা নিম্নতম মর্যাদার জান্নাতবাসীর অবস্থা।

৬১১৭. عَنِ الْعَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ هَلْ نَفَعَتْ أَبَا طَالِبٍ بَشْيٌ -

৬১১৭. আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি নবী স.-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি আবু তালিবকে কোনো কিছু দ্বারা উপকার করেছেন?

৫২-অনুচ্ছেদ : সিরাত হলো জাহান্নামের উপর স্থাপিত পুল।

৬১১৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَنَسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَقَالَ هَلْ تُضَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَلْ تُضَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ ؟ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ فَيَتَّبِعْ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ وَيَتَّبِعْ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ وَيَتَّبِعْ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوها، فَيَاتِيهِمُ اللَّهُ فِي غَيْرِ الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا فَإِذَا أَنَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَاتِيهِمُ اللَّهُ فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ أَنْتَ

رَبَّنَا فَيَتَّبِعُونَهُ وَيُضْرَبُ جَسْرُ جَهَنَّمَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُجِيرُ وَدَعَاءُ
الرَّسُولِ يَوْمَئِذٍ : اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ . وَبِهِ كَلَالِيْبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ أَمَا رَأَيْتُمْ شَوْكَ
السَّعْدَانِ ؟ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ أَنَّهَا لَا يَعْلَمُ
قَدْرَ عِظْمِهَا إِلَّا اللَّهُ فَتَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ مِنْهُمْ الْمُؤَبَّقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمْ الْمُخْرَدُ ، ثُمَّ
يَنْجُو حَتَّى إِذَا فَرَّغَ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ عِبَادِهِ وَارَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ النَّارِ مَنْ ارَادَ أَنْ
يُخْرِجَهُ مِمَّنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوهُمْ فَيَعْرِفُوهُمْ
بِعِلَامَةٍ أَثَارِ السُّجُودِ ، وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ ابْنِ آدَمَ أَثَرِ السُّجُودِ
فَيُخْرِجُونَهُمْ قَدْ امْتَحَشُوا ، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ ، فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ
الْحَبَّةِ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ ، وَيَبْقَى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بَوَجهِهِ عَلَى النَّارِ ، فَيَقُولُ يَا رَبِّ قَدْ قَشَبْنِي
رِيحُهَا وَأَحْرَقْنِي ذُكَاؤُهَا فَاصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو اللَّهَ فَيَقُولُ لَعَلَّكَ
أَنْ أَعْطَيْتَكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ ، فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ ، فَيُصْرِفُ وَجْهَهُ عَنِ
النَّارِ ، ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ يَا رَبِّ قَرَّبْنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ أَلَيْسَ قَدْ رَعِمْتَ أَنْ لَا
تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ وَيَلِكُ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو فَيَقُولُ لَعَلِّي أَنْ أَعْطَيْتَكَ
ذَلِكَ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ فَيُعْطِي اللَّهَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاقِيقَ
إِلَّا يَسْأَلُهُ غَيْرَهُ فَيُقَرِّبُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا رَأَى مَا فِيهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ،
ثُمَّ يَقُولُ رَبِّ ادْخُلْنِي الْجَنَّةَ ، فَيَقُولُ أَوَلَيْسَ قَدْ رَعِمْتَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ وَيَلِكُ يَا
ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لَا تَجْعَلْنِي أَشَقَى خَلْقِكَ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَضْحَكَ
فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ أَذِنَ لَهُ بِالدُّخُولِ فِيهَا ، فَإِذَا دَخَلَ فِيهَا قِيلَ لَهُ تَمَنَّ مِنْ كَذَا
فَيَتَمَنَّى ثُمَّ يُقَالُ لَهُ تَمَنَّ مِنْ كَذَا فَيَتَمَنَّى حَتَّى تَنْقَطِعَ بِهِ الْأَمَانِيُّ فَيَقُولُ لَهُ هَذَا لَكَ
وَمِثْلُهُ مَعَهُ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَذَلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولاً .

৬১১৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি কিয়ামতের দিন আল্লাহকে দেখতে পাবো? তিনি বলেন, মেঘমুক্ত অবস্থায় সূর্য দেখতে তোমাদের কি কোনো অসুবিধা হয়? তারা বললেন, না, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, মেঘমুক্ত পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখতে তোমাদের কি কোনো অসুবিধা হয়? তারা বললেন, না, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তোমরা এমনভাবে কিয়ামতের দিন আল্লাহকে দেখতে পাবে। আল্লাহ

মানুষকে একত্র করে বলবেন, যে ব্যক্তি যে বস্তুর দাসত্ব করেছে, সে যেন (আজ) তার অনুসরণ করে। তখন যে সূর্যের পূজা করতো, সে সূর্যের অনুসরণ করবে, যে চাঁদের পূজা করতো, সে চাঁদের অনুসরণ করবে, আর যে বিভিন্ন তাগুতের (আল্লাহ ছাড়া অন্য সব শক্তির) দাসত্ব করতো সে তাদের অনুসরণ করবে। শুধু অবশিষ্ট থাকবে এ উম্মত, তাদের মধ্যে মুনাফিকরাও থাকবে। আল্লাহ তাআলা তাদের (এ উম্মতের) অজ্ঞাত রূপে তাদের সামনে হাজির হবেন এবং বললেন, আমি তোমাদের রব। তারা বলবে, তোমার থেকে আমরা আল্লাহর আশ্রয় চাই। আমরা এখানেই থাকবো, আমাদের রব আমাদের কাছে না আসা পর্যন্ত। আমাদের রব আমাদের কাছে আসলে আমরা তাঁকে চিনতে পারবো। তারপর তাদের পরিচিতরূপে তিনি তাদের সামনে হাজির হয়ে বলবেন, আমি তোমাদের রব। তারা বলবে, আপনি আমাদের রব। এরপর তারা তাঁর অনুসরণ করবে। অতপর জাহান্নামের পুল স্থাপন করা হবে। রসূলুল্লাহ স. বলেন, পুল অতিক্রমকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম ব্যক্তি হবো। আর সেদিনে রসূলগণের দোআ হবে : আল্লাহুমা সাল্লেম সাল্লেম (হে আল্লাহ ! শান্তি দাও, শান্তি দাও) ! সে পূলে সাদান বৃক্ষের কাঁটার ন্যায় অনেক আঁকড়া থাকবে, তোমরা কি সাদান বৃক্ষের কাঁটা দেখো নাই ? তারা বলেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! তিনি বলেন, সেগুলো সাদান বৃক্ষের কাঁটার ন্যায় হবে, তবে এদের বিরাটত্বের পরিমাণ আল্লাহ তাআলা ভিন্ন আর কেউ জানে না। তারপর এগুলো মানুষকে তাদের কর্ম অনুযায়ী ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। কেউ তো নিজ কর্মের কারণে ধ্বংস হবে, আর কাউকে খণ্ড-বিখণ্ড করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তারপর নাজাত দেয়া হবে। শেষে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফায়সালা দিবেন। “আল্লাহ ছাড়া কেউ ইলাহ নেই” যারা এ সাক্ষ্য দিয়েছে, তাদের মধ্যে যাদেরকে তিনি জাহান্নাম থেকে বের করতে চাইবেন, ফেরেশতাদেরকে বের করার নির্দেশ দিবেন। তারা তাদের কপালে সিজদার চিহ্ন দেখে চিনবে। কারণ আল্লাহ তাআলা আগুনের জন্য আদম সন্তানের সিজদার চিহ্নকে দাহন করা হারাম করে দিয়েছেন। তারা তাদেরকে এমন অবস্থায় বের করে নেবে যে, তারা জুলে-পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেছে। তাদের ওপর আবে হায়াত নিক্ষেপ করা হবে, ফলে তারা বন্যায় নিক্ষেপিত (পলি আবর্জনায়) সদ্য গজানো বীজের ন্যায় সজীব হয়ে উঠবে। শুধু বাকী থাকবে এক ব্যক্তি যার চেহারা আগুনের দিকে থাকবে। সে বলবে, হে পরোয়ারদিগার ! জাহান্নামের আগুনে-বাতাসে আমাকে বিষাক্ত করে ফেলেছে এবং এর তেজ আমাকে জ্বলিয়ে দিয়েছে। আমার চেহারা আগুন থেকে ফিরিয়ে দিন। এভাবে সে অব্যাহতভাবে আল্লাহকে ডাকতে থাকবে। তখন আল্লাহ বলবেন, যদি তোমাকে এটা দান করি তুমি হয়ত আবার অন্য কিছু প্রার্থনা করবে। সে বলবে, আপনার সম্মানের কসম, হে আল্লাহ ! আমি তা ছাড়া আর কিছু চাইবো না। তখন তার চেহারাকে আগুন থেকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। এরপর সে বলবে, হে প্রভু ! আমাকে জান্নাতের দরজার কাছে পৌঁছে দিন। আল্লাহ বলবেন, তুমি তো স্থির করেছিলে যে, তুমি আমার কাছে আর কিছুই চাইবে না ? দুঃখ তোমার জন্য, হে বনী আদম ! আফসোস তোমার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ? এমনি করে সে বরাবর দোআ করতে থাকবে। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, তোমাকে এটা দান করলে তুমি হয়ত আবার অন্যকিছু প্রার্থনা করবে। সে বলবে, না, পরোয়ারদিগার আপনার সম্মানের কসম ! আমি আর কিছু চাইবো না এবং সে আল্লাহর কাছে পাকাপাকি কথা দিবে যে, এর অতিরিক্ত আর কিছু চাবে না। তখন তাকে জান্নাতের দরজার নিকটবর্তী করা হবে। তারপর যখন সে জান্নাতের ভেতরের দৃশ্য দেখবে তখন যতক্ষণ আল্লাহ চান সে চূপ থাকবে। তারপর সে বলবে, হে পরোয়ারদিগার ! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন। আল্লাহ বলবেন, তুমি না বলেছিলে যে, তুমি আর কিছুই চাইবে না ? হে আদম সন্তান ! তোমার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য আফসোস। সে বলবে, হে আমার রব ! আমাকে সৃষ্টির মাঝে সবচেয়ে হতভাগ্য করবেন না, এমনি করে সে অবিরত চাইতেই থাকবে। শেষে আল্লাহ হেসে দিবেন। যখন

তিনি হাসবেন, তাকে জান্নাতে দাখিল হওয়ার অনুমতিও দিবেন। সে জান্নাতে প্রবেশ করলে বলা হবে, তুমি এটা এটা চাও, (কামনা করো)। সে চাইবে। আবারও বলা হবে, এটা এটা কামনা করো। আবারও সে কামনা করবে। শেষে যখন তার সব চাহিদা ফুরিয়ে যাবে, আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেন, এটা তোমাকে দেয়া হলো, আরও এতটা দেয়া হলো।

আবু হুরাইরা রা. বলেন, সে জান্নাতে প্রবেশকারী সর্বশেষ ব্যক্তি।

৫৩-অনুচ্ছেদ : হাউযের বর্ণনা। আল্লাহর বাণী :

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ -

“নিশ্চয় আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি”-সূরা আল কাওসার : ১। আবদুল্লাহ ইবনে যায়্যেদ রা. বলেন, নবী স. বলেছেন, তোমরা ধৈর্যধারণ করো, আমার সাথে হাওযে কাউসারে সাক্ষাত না হওয়া পর্যন্ত।

৬১১৭. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَلَيُرْفَعَنَّ رِجَالُ مِنْكُمْ ثُمَّ لِيُخْتَلَجَنَّ بُونِي فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ -

৬১১৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, আমি হাউযে কাউসারে তোমাদের অগ্রগামী। তোমাদের মধ্যকার কতক লোককে উপস্থাপন করা হবে (আমার সম্মুখে) তারপর তাদেরকে আমার কাছ থেকে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি বলবো, হে আমার রব ! এরা তো আমার সাহাবী (উম্মত)। আমাকে বলা হবে, আপনি জানেন না, আপনার অবর্তমানে তারা দীন বহির্ভূত কত নতুন কাজ করেছে।

৬১২০. عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَمَامَكُمْ كَمَا بَيْنَ جَرَبَاءَ وَأَذْرَحَ -

৬১২০. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, তোমাদের সামনে আমার হাউযে কাউসার রয়েছে (যার ব্যাপকতা) জারবা ও আযরুহ (দু’টি স্থানের নাম যার মধ্যবর্তী দূরত্ব প্রায় আটচল্লিশ মাইল)। স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বের ন্যায়।

৬১২১. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْكَوْثَرُ الْخَيْرُ الْكَثِيرُ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ أَيَّاهُ -

৬১২১. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কাউসার অধিক কল্যাণকর (বস্তু) যা আল্লাহ তাআলা শুধুমাত্র নবী স.-কে দান করেছেন।

৬১২২. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ النَّبِيُّ ﷺ حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ ، مَاؤُهُ أَيْبَسُ مِنَ اللَّبَنِ ، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ ، وَكَيْزَانُهُ كَنْجُومِ السَّمَاءِ مَنْ يَشْرَبُ مِنْهَا فَلَا يَظْلَمَاءُ أَبَدًا -

৬১২২. আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন, নবী স. বলেছেন, আমার হাউযের প্রশস্ততা এক মাসের পথের সমান। তার পানি দুধের চেয়ে অধিক সাদা এবং তা মৃগনাভী থেকেও খুশবুদার এবং তার পান-পাত্রগুলো আকাশের নক্ষত্রের ন্যায় (সংখ্যায় অধিক ও উজ্জ্বল) যে ব্যক্তি একবার তা থেকে পান করবে সে আর কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না।

৬১২৩. عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ قَدْرَ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ آيَلَةٍ وَصَنْعَاءَ مِنَ الْعِيَمِ وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الْآبَارِيقِ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ -

৬১২৩. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন : আমার হাউয়ের দূরত্বের পরিমাণ ইয়ামন দেশের 'আইলা' থেকে 'সানাআ'র দূরত্বের সমান। তার পান-পাত্রসমূহের সংখ্যা আকাশের 'তারকারাজির সংখ্যার ন্যায় পর্যাণ্ড।

৬১২৪. عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ فِي الْجَنَّةِ إِذَا أَنَا بِنَهْرٍ حَافَتَاهُ قَبَابُ الدَّرِّ الْمُجَوَّفِ، قُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ، فَإِذَا طِيبُهُ أَوْطَيْنَهُ مِسْكٌ أَذْفَرُ شَكِّ هُدْبَةٍ -

৬১২৪. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন : একদা জান্নাতে ভ্রমণকালে আমি একটি ঝর্ণার কাছে উপস্থিত হলাম, যার উভয় কিনারায় শূন্য গর্ভ মোতির গুহদ সাজানো রয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল! এটা কি? তিনি বলেন, এটাই সেই কাউসার, আপনার রব যা আপনাকে দান করেছেন। এর ঘ্রাণ অথবা মাটি মৃগনাভীর ন্যায় সুগন্ধীয়।

৬১২৫. عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيَرِدَنَّ عَلَى نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِي الْحَوْضَ حَتَّى عَرَفْتُهُمْ اخْتَلَجُوا دُونِي فَأَقُولُ أَصْحَابِي فَيَقُولُ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بِعَدِكَ -

৬১২৫. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন : আমার কতক উম্মত হাউয়ে কাউসারের নিকট আমার কাছে উপস্থিত হবে। আমি তাদেরকে চিনতে পারবো। কিন্তু আমার সম্মুখ থেকে তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি বলবো : এরাতো আমার উম্মত। বলবে : আপনি জানেন না আপনার অবর্তমানে তারা যে কি সব চালু করেছে।

৬১২৬. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي فَرَطُكُم عَلَى الْحَوْضِ مِنْ مَرٍّ عَلَى شَرِبٍ وَمِنْ شَرِبٍ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا لَيَرِدَنَّ عَلَى أَقْوَامٍ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ -

৬১২৬. সাহল ইবনে সা'দ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন : আমি তোমাদের পূর্বে হাউয়ের কাছে পৌছবো। যে ব্যক্তি আমার কাছে উপস্থিত হবে সে (তার) পানি পান করবে। আর যে ব্যক্তি (একবার) পান করবে সে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না। আমার কাছে বিভিন্ন দল হাযির হবে। তাদের আমি চিনতে পারবো, তারাও আমাকে চিনতে পারবে। অতপর তাদের মধ্যে এবং আমার মধ্যে আড়াল করে দেয়া হবে।

৬১২৭. عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَرِدُ عَلَى الْحَوْضِ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِي فَيَحُلُّونَ عَنْهُ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي فَيَقُولُ إِنَّكَ لَا عِلْمَ لَكَ بِمَا أَحْدَثُوا بِعَدِكَ إِنَّهُمْ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى -

৬১২৭. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাবর, নবী স.-এর কতক সাহাবী রা. থেকে বর্ণনা করেন। নবী স. বলেন : আমার কতক সাহাবী হাউযে আমার কাছে উপস্থিত হবে। আর তাদেরকে হাউয থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি বলবো : আয় আল্লাহ! আমার সাহাবী। আল্লাহ বলবেন : আপনার জানা নেই আপনার পরে এরা কি সব চালু করেছে। এরা দীন ইসলাম ত্যাগ করে পূর্বাবস্থায় ফিরে গিয়েছিল।

৬১২৮. ৬১২৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَا أَنَا قَائِمٌ إِذَا زُمْرَةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي وَبَيْنَهُمْ ، فَقَالَ هَلُمَّ ، فَقُلْتُ أَيْنَ ؟ قَالَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهِ ، قُلْتُ وَمَا شَأْنُهُمْ قَالَ إِنَّهُمْ ارْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى ثُمَّ إِذَا زُمْرَةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي وَبَيْنَهُمْ ، فَقَالَ هَلُمَّ ، قُلْتُ أَيْنَ ؟ قَالَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهِ ، قُلْتُ وَمَا شَأْنُهُمْ ؟ قَالَ إِنَّهُمْ ارْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى فَلَا أَرَاهُ يَخْلُصُ فِيهِمْ إِلَّا مِثْلُ هَمَلٍ النِّعَمِ

৬১২৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন : একদা আমি দণ্ডায়মান অবস্থায় একদল লোককে দেখতে পাবো। এমনকি তাদেরকে চিনতেও পারবো। আমার ও তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বের হয়ে বলবে, আসুন। আমি বলবো : কোথায় ? সে বলবে, আল্লাহর কসম ! জাহান্নামের দিকে। আমি বলবো : তাদের কি অবস্থা ? সে বলবে, আপনার পরে এরা পশ্চাতে ফিরে গেছে। পুনরায় আরেকটি দলকে দেখতে পাবো এবং তাদেরকে চিনতে পারবো। অতপর আমার ও তাদের মধ্যস্থান থেকে এক ব্যক্তি বের হয়ে বলবে, আসুন। আমি বলবো : কোথায় ? সে বলবে, আল্লাহর কসম ! জাহান্নামের দিকে। আমি বলবো : কি অবস্থা তাদের ? সে বলবে, তারা মুরতাদ হয়ে পেছনে ফিরে গিয়েছিল। রাখালহীন উটের ন্যায় অতি নগণ্য সংখ্যক ছাড়া তারা নাজাত পাবে বলে আমার মনে হয় না।

৬১২৯. ৬১২৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَابَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي -

৬১২৯. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন : আমার ঘর এবং মিন্বরের মধ্যবর্তী স্থানটি জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান। আর আমার মিন্বর আমার হাউযের উপর অবস্থিত।

৬১৩০. ৬১৩০. عَنْ جُنْدَبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ -

৬১৩০. জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি : তোমাদের পূর্বেই আমি হাউযে পৌছবো।

৬১৩১. ৬১৩১. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أَحَدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ عَلَى الْمَنْبَرِ فَقَالَ إِنِّي فَرَطُ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ، وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحِ الْأَرْضِ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا -

৬১৩১. ওকবা ইবনে আমের রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. একদিন রওয়ানা হয়ে গিয়ে মৃত ব্যক্তির জন্য দোআ করার নিয়মানুসারে ওহদের শহীদগণের জন্য দোআ করলেন। অতপর ফিরে এসে মিস্রের উঠে বলেন : আমি তোমাদের অগ্রগামী হবো আর আমি তোমাদের (আমলের) সাক্ষী। আল্লাহর কসম ! নিশ্চয় এ মুহূর্তে আমার হাউয আমি দেখতে পাচ্ছি এবং নিশ্চয় আমাকে পৃথিবীর ধনভাণ্ডারের অথবা বিশ্বের চাবিসমূহ দান করা হয়েছে। আল্লাহর কসম ! আমি শংকিত নই যে, আমার পরে তোমরা শিরকে লিপ্ত হবে বরং তোমাদের সম্পর্কে আমি ভয় করি যে, দুনিয়া অর্জন করার উদ্দেশ্যে তোমরা পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে।

৬১৩২. عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَذَكَرَ الْحَوْضَ فَقَالَ كَمَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَصَنْعَاءَ -

৬১৩২. হারিছা ইবনে ওয়াহব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে হাউয সম্পর্কে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, এর পরিধি মদীনা এবং সানাআ'র মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান।

৬১৩৩. عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي عَلَى الْحَوْضِ حَتَّى أَنْظُرَ مَنْ يَرِدُ عَلَى مِنْكُمْ، وَسَيُؤْخَذُ نَاسٌ دُونِي فَأَقُولُ يَا رَبِّ مِنِّي وَمِنْ أُمَّتِي، فَيُقَالُ هَلْ شَعَرْتَ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ، وَاللَّهِ مَا بَرِحُوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، فَكَانَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ : اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ اَنْ نَرْجِعَ عَلَى اَعْقَابِنَا اَوْ نُفْتَنَ عَنْ دِينِنَا قَالَ اَبُو عَبْدٍ اللّٰهِ عَلَى اَعْقَابِكُمْ تَنْكَبُونَ تَرْجِعُونَ عَلَى الْعَقَبِ -

৬১৩৩. আসামা বিনতে আবু বকর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন : আমি হাউযের পাশে উপস্থিত থাকবো। এমনকি তোমাদের মধ্য থেকে আমার কাছে আগমনকারী ব্যক্তিকে আমি দেখবো। অতপর আমার সম্মুখ থেকে কতক লোককে পাকড়াও করে নিয়ে যাওয়া হবে। (তখন) আমি বলবো : হে রব ! এরা তো আমার লোক, আমার উম্মতভুক্ত লোক। বলা হবে : আপনি কি জানেন আপনার পরে তারা যে কি করেছে ! আল্লাহর কসম ! সর্বদা তারা পশ্চাৎগামী হয়েছে।

